শঙ্খধ্বনি

নাটক

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

নাট্যমন্দির কর্ত্তৃক অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী ১৬ই কার্ত্তিক শনিবার সন ১৩৩৬ সাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৭



প্রিন্টার-শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে—চেষ্টায়—যত্নে ও প্রযোজনায়

এবং অনন্যসাধ্য—অভূতপূর্ব্বকৃতিত্বে

"শঙ্খধ্বনি"

নাট্যজগতে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছে,

যিনি ভিন্ন নাট্য-জগৎকে অন্য কোন শক্তিমান

যথোচিতভাবে এই

"শঙ্খধ্বনি"

শুনাইতে সক্ষম হইতেন না বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস,

সেই বর্ত্তমান নাট্য-যুগ-প্রবর্ত্তক

আদর্শ অভিনেতা

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর

করে

আমার এই নাটক

"শঙ্খধ্বনি"

প্রীতি-উপহার

দিলাম।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দু-একটী কথা

"শঙ্খধ্বনি" পাশ্চাত্য দেশের জগৎপ্রসিদ্ধ নট সার হেন্‌রি আরভিং কর্তৃক প্রযোজিত এবং অভিনীত "দি বেলস্" (The Belsl) নামক নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। প্রথমে ইহা "শঙ্খনাদ" নামে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু বহু সাহিত্যিক সুহৃদের পরামর্শে "শঙ্খনাদ" নামের পরিবর্ত্তে "শঙ্খধ্বনি" নামকরণ হইল। নাটকখানি প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কি কারণে এতকাল অভিনীত হয় নাই—সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। এ ক্ষেত্রে তাহা প্রকাশ না করাই যুক্তিসিদ্ধ। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বজনপ্রিয় আদর্শ অভিনেতা—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের কৃপায় নাট্যজগৎ এই "শঙ্খধ্বনি" শুনিবার সুযোগ পাইলেন।

অভিনয় হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য শিশিরকুমারের প্রযোজনায় অভিনয়-কালে "শঙ্খধ্বনি" নাটকের কোন কোন অংশ বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

নাট্যোক্ত পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ

কেতনলাল	...	মিবারান্তর্গত শিয়ারগ্রাম- (নাথদ্বার) -নিবাসী জনৈক সামন্ত।
অজিত সিংহ	...	সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজপুত যুবক।
মধুভট্ট	...	নাথজী বিগ্রহদেবের পুরোহিত।
দিনকর	...	ঐ মন্দিরের সেবায়েৎ।
জগমল	...	কেতনলালের ভৃত্য।

বৈদ্যরাজ, কুমারগণ, সম্ভ্রান্ত রাজপুতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

গৌরী	...	কেতনলালের স্ত্রী।
পূর্ণা	...	ঐ কন্যা।

কুমারী-সখীগণ, নাগরিকাগণ, মিবারবাসিনীগণ,
পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

শঙ্খধ্বনি

প্রথম অঙ্ক

[মিবার—শিয়ারগ্রাম (নাথদ্বার)। প্রান্তরস্থিত দেবালয়ের নাটমন্দির। পশ্চাদ্দিকে বৃহৎ কাচনির্ম্মিত দ্বারের মধ্য দিয়া প্রান্তরপথ, অদূরে শৈলশ্রেণী, উপত্যকা, সেতু, ভগবান নাথজীর মন্দির-চূড়া দৃশ্যমান।
রাজপুত-কুমারগণ ও রাজপুত-কুমারীগণ
আবীর, কুঙ্কুম, পিচ্‌কারী লইয়া
ফাগোৎসবে মত্ত।]

গীত

কুমারীগণ।

দেখো সখি—কাঁধা গুলাল ডালেরে।
সাড়ী ভিঙ্গোই সখি—
কাঁধা গুলাল ডালেরে ॥
ভরি কাটোরি রং লাল্
হাথ্ লিয়ে নন্দ্‌লাল্,
তকি তকি পিচুকারি মেরে,
গাল মারিরে ॥

(দিনকর ও মধুভট্টের প্রবেশ)

দিনকর। আরে বাপ্‌রে—একেবারে নাটমন্দিরে অগ্নিকাণ্ড!

মধুভট্ট। ছ্যারে রে-রে-রে! ছ্যারে-রে-রে—কবির—কবির—

সকলে। আরে ঠাকুদ্দা এয়েছে—ভাট্‌জি এয়েছে! আবীর দে—লালি রং দে—(দিনকর ও মধুভট্টকে আবীর মাখানো)

দিন। দে—দে—দিদিরা – ঢেলে দে—রংএ চুবিয়ে দে—

মধু। চোক্‌টা বাঁচিয়ে—চোক্‌টা বাঁচিয়ে! ছ্যার‍্যার‍্যার‍্যা—কবির—কবির!

দিন। বলি খালি রং দিবি,—একটু ঢং দিবিনি ভাই?

১ম কু। ঢং কি ঠাকুর্দ্দা?

দিন। যা' তোরা ঢং করে দিস্! বলি—তোরা সব আইবুড়ো মেয়ের দল,—এই বুড়োদের যদি একটু রংচংএ করে না নিস্—তাহ'লে নেহাৎ তোদের কাছে সং হয়ে থাক্‌বো যে!

১ম কুমার। ঠাকুর্দ্দার এ বয়সেও রংচংএ হবার সাধ আছে?

দিন। শুন্‌লি লো শুন্‌লি? বেরসিক ছোঁড়াটার কথা তোরা সব শুন্‌লি? ওরে শালা! রংচং কি তোদের মতন কাঁচা বয়সের জন্যে? যত রংচং দরকার হয় আমাদের মতন বুড়োদের মান ইজ্জৎ বজায় রাখ্‌বার জন্যে?

২য় কুমারী। কেন? তোমাদের মান ইজ্জৎ যাচ্ছে কিসে?

মধু। কালের গতিকে দিদি—সবই কালের গতিকে। এই দু'দিন আগে দেখ্‌লুম,—কুচ্‌কুচে কালো চুল, পুরুষ্টু গাল, টানা টানা –

ভাসা ভাসা চোক্,—যা বাবা, দিনকতক পরে দেখি, গালময় মেচেতা, মাথার ওপোর চুলগুলো যেন দুধসমুদ্দুর,—চোখের কোল যেন কয়লার খনি! কে যে কখন্ এরকম হাল ফিরিয়ে দিয়ে গেল,—কিছু বুঝ্তে পারলুম না! যাক্—সে আপ্শোষ আর এখন কল্লে কি হবে? আয়—এই ছোঁড়াদের বাদ দিয়ে—আমাদের সঙ্গে হোলি খেল্বি আয়—কত মজা হবে—দেখ্বি এখন! (সুরে) "লালি রং দে—জান্ চুনারিয়া"—

সকলে। হা—হা—হা—হা—গাও—গাও—ভাট্জি—বেশ গান ধরেছ!

দিন। গান ধর্ব্বো এখন পরে! এখন তোরা বল্ দিকি—কে কাকে হোলির দিনে বাগিয়ে ধল্লি? নাথজীর মন্দিরে—মধুময় ফাল্গুন মাসে—দোলপূর্ণিমায়—যে যে আশায় আসে,—সে অনায়াসে কামনা পূর্ণ করে যায়! কে কি কামনা কল্লি—আর কার কামনা পূর্ণ কি ভাবে হ'ল বা হবার জোগাড় হ'চ্ছে—হক্ কথা বল্ দিকি শুনি!

কুমারীগণ। আমরা বোল্বো কেন?

কুমারগণ। আর শুনেই বা তোমাদেব লাভ? বেল পাক্লে কাকের কি?

মধু। মজা দেখেছ দাদা—যত রাজ্যের আইবুড়ো ছোঁড়াছুঁড়ী এসেছে! জোড়ে কেউ আসেনি!

দিন। আরে বাপ্রে! আজকের দিনে মেবার রাজ্যে কেউ জোড় নিয়ে বেরোয়? তাহ'লে রক্তগঙ্গা হয়ে যাবে যে!

মধু। যা বলেছ দাদা! যে রকম চাদ্দিকে—ছ্যার‍্যার‍্যার‍্যা কবির—কবির, এতে আমরাই সুস্থির হ'য়ে থাক্তে পারি না—তো—নবদম্পতীদের "কা কথা!"

১ম কুমারী। বাজে কথা ছাড়! হ্যাঁ—ভাট্‌জি! আরতি কখন্ হবে?

মধু। সে কি লো? সূয্যিদেব এই সবে পাটে বস্‌ছেন,—দিনের আলোয় আরতি হবে কি? রাত্তির হোক্—চাঁদ উঠুক্।

১ম কুমার। আরে কি বল ভাট্‌জি? নাটমন্দিরের ভেতোর এত চাঁদের ছড়াছড়ি—আবার চাঁদের দরকার কি?

দিনকর। বেড়ে বলিছিস্ দাদা—বেড়ে কথা বলিছিস্! কিন্তু ভাই—এরা সব ষষ্ঠী-সপ্তমীর চাঁদ! তোরা যে যার জোড়া টেনে নিয়ে জোড়াগাঁথা হ'য়ে দাঁড়া দিকি, তাহ'লেই পূর্ণচন্দ্রের মেলা বসে যাবে!

২য় কুমারী। আমাদের জোড়া এখানে কেউ নেই ঠাকুর্দ্দা! আমরা সবাই বিজোড়!

২য় কুমার। জোড়া অবিশ্যি মনে মনে আছে—কিন্তু গাঁথা এখনও হয়নি—বুঝ্‌লে ঠাকুর্দ্দা!

দিনকর। আরে তার জন্যে আর ভাব্‌না কি ভাই? যদি বনেদ্ কাটা থাকে,—আয়—এই নাথজীর সাক্ষ্যে এখুনি আমরাই জোড়া গেথে দিচ্ছি!

(পূর্ণার প্রবেশ)

পূর্ণা। ঠাকুর্দ্দা!—বাবা কোথায়?

কুমারীগণ। (আনন্দে) পূর্ণা এয়েছে—পূর্ণা এয়েছে! আবীর দিই—ফাগ দিই!

পূর্ণা। রং দিওনা ভাই! আমার শরীর অসুস্থ,—মনও ভাল নয়!

কুমারীগণ। কেন গো ? আজকের দিনে হঠাৎ একি ঢং ? হোরির দিন—নাথজীর মন্দিরে—

পূর্ণা। একটু অপেক্ষা কর। আগে বাবার খবর নিই! হ্যাঁ—ঠাকুর্দ্দা! —ভাট্‌জি! বাবা কি এখানে আজ আসেন নি ?

দিন। তোমার বাবার কি আজ ফুরসৎ আছে দিদি ? তিনি মেবারের একজন বড় দরের সামন্ত! রাজারাজড়ার সঙ্গে আজকাল দিনরাত্তির তাঁর মেলামেশা—

পূর্ণা। তিনি কি তাহ'লে এখন রাজপ্রাসাদেই আছেন ?

মধুভট্ট। জাননা দিদি—আজ রাণার চৌগাঁ প্রাসাদে ভারি ধূম! বিশেষতঃ এই হোরির দিন। শুধু আজ নয়,—সমস্ত ফাল্গুন মাসই এই রকম উৎসব আনন্দে কেটে যাবে!

দিনকর। ভেবোনা দিদি,—সম্ভবতঃ তোমার বাবা আজ এইখানেই আস্‌বেন। আমিও রাজবাটীতে গিয়েছিলেম,—তাঁর কথার ভাবে বুঝ্‌লুম, তিনি আজকের এই পূর্ণিমা রাত্রিটা এইখানেই কাটাবেন।

পূর্ণা। ভাট্‌জি! আমার মা—মন্দিরে এসেছেন,—নাথজী দর্শন কর্ত্তে গেছেন!

দিনকর ও মধুভট্ট। এঁ্যা—সে কি ? সর্দ্দারগৃহিণী মন্দিরে এসেছেন ? এতক্ষণ বলনি—এতক্ষণ বলনি ? চল—চল—

[পূর্ণা, দিনকর ও মধুভট্টের প্রস্থান।

১ম কুমার। অহঙ্কারটা দেখ্‌লে ?

১ম কুমারী। একেবারে মট্ মট্ কচ্ছে! বলে—"শশাউলি বেচ্‌তো শশা, —তার হ'য়েছে সুখের দশা!"

২য় কুমার। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে,—বল্‌বার জো নেই কিছু! সবই অদৃষ্টের খেলা—ভাই—অদৃষ্টের খেলা! তা নইলে—থাক্‌তো নাথজীর মন্দিরে—এই নাটমন্দিরের এক পাশে পড়ে;—যাত্রীদের সরবৎ জোগাতো,—সেবাশুশ্রূষা ক'র্ত্তো—তাইতেই কষ্ট করে দিন গুজরাণ হ'ত! সেই "কেৎনা" হল কিনা কেতনলাল, কেতনলাল হ'ল সামন্ত! আর শুধু সামন্ত নয়—একেবারে সামন্ত কেতনলাল রাওজি! সবই বরাতের খেল্‌!

২য় কুমারী। হোক্‌গে বরাতের খেল্‌—কিন্তু অত তেজ থাক্‌বে না—থাক্‌বে না—থাক্‌বে না! একদিন পড়তেই হবে! চল্‌লো চল্‌—আমরা শোভনলালের বাড়ীতে যাই;—বহিন্‌ গঙ্গাবাই আমাদের মাথার দিব্যি দিয়ে যেতে বলেছে! সেইখানে গিয়ে ততক্ষণ হোরি খেলিগে চল্‌! সন্ধ্যার পর শাঁখঘণ্টা বাজ্‌ছে শুনে—তবে নাথজীর মন্দিরে আরতি দেখ্‌তে আস্‌ব।

কুমারগণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—চল—তাই চল! তোমরা গঙ্গাবাই বহিনের কাছে যাও—আমরা পাশাপাশি একটা যমুনা রাও ভেইয়া টেইয়া খুঁজে নিয়ে হোরি খেলিগে! সন্ধ্যার পর তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাথজীর আরতি দেখ্‌তে আস্‌ব এখন!

(অজিতসিংহের প্রবেশ)

অজিৎ। একি? তোমরা সব এখান থেকে চল্লে যে? হোরিখেলা নেই—নৃত্যগীত নেই! ব্যাপার কি?

১ম কুমার। আমাদের পক্ষাঘাত হয়েছে!

অজিৎ। সেকি ?

১ম কুমারী। তোমার কনে যে শেলাঘাত করে গেছে, তার ধমকে আমাদের স্বর রুদ্ধ—হাতপা' বদ্ধ হয়ে গেছে! আর নেচে গেয়ে কাজ নেই! তুমিও তো ওই দলের ?

২য় কুমার। তার আর সন্দেহ আছে ? আর দুদিন পরে উনি বড়লোকের জামাই হবেন,—ঐ গরবিণীর গলায় মালা দিয়ে নিজের গরবে গোরমে থাক্‌বেন—তখন কি আর আমাদের গ্রাহ্য কর্ব্বেন ?

২য় কুমারী। কিন্তু তা বলে রাখ্‌ছি অজিৎ! তুমি গরীব গেরোস্তো লোক,—সামান্য কোটালী করে খাও,—ঐ বড়লোকের মেয়ে ঘরে নিয়ে কখনো সুখ পাবেনা!

অজিৎ। তোমরা তো যে যার অনেক কথা কয়ে ফেল্লে,—আমি কিন্তু এক বর্ণও বুঝ্‌তে পাল্লুম না! বলি—রাগ্‌টা হ'ল কার ওপোর!

কুমারীগণ। আমাদের বাপ-মার ওপোর! তারা বড়লোক—সর্দ্দার সামন্ত হয়নি কেন ?

[কুমারীগণের প্রস্থান।

কুমারগণ। যা বলেছ!

[কুমারগণের প্রস্থান।

অজিৎ। শোনো—শোনো ?

নেপথ্যে কুমার ও কুমারীগণ। তোমার বাড়ীতে গিয়ে শুন্‌বো!

অজিৎ। তাইত'! আমার ওপোর রাগ করে গেল নাকি ?

(পূর্ণার প্রবেশ)

পূর্ণা। তোমার ওপোর নয়, আমার ওপোর !

অজিৎ। কেন ?

পূর্ণা। ওদের সঙ্গে মিশে হোরির তাণ্ডবলীলায় মত্ত হইনি—এই অপরাধ !

অজিৎ। আজকের দিনে তুমি হোরি খেল্‌লে না কেন ?

পূর্ণা। কেন ? তুমি তো সব জান ! হোরি খেল্‌তে, রং মাখ্‌তে বাবার নিষেধ আছে !

অজিৎ। কৈ—তাতো জান্‌তুম না ! জান্‌লে এত আশা করে আমিও তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আস্‌তুম না !

পূর্ণা। কি আশা করে এসেছ ? হোরি খেল্‌বে ?

অজিৎ। নিশ্চয়ই। আজ আমি রাজকার্য্য উপেক্ষা করে—কত আগ্রহে তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেম। সেখানে শুন্‌লেম—তুমি নাথজীর মন্দিরে এসেছ—এখ্‌নি বাড়ীতে ফির্ব্বে। অনেকক্ষণ তোমার প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। উৎকণ্ঠা আর সহ্য হ'ল না—মন্দিরে এসে উপস্থিত হ'লুম।

পূর্ণা। তোমার জন্য আমিও বড় ব্যাকুলা হয়েছিলুম। আমিও মনে মনে বড় আশা করে মন্দিরে এসেছিলুম—তোমায় হয়তো এখানে দেখ্‌তে পাব ! তুমি থাক্‌লে বোধ হয় ওদের সঙ্গে হোরি খেল্‌তুম !

অজিৎ। তাহ'লে ওদের ডেকে নিয়ে আসিনা ?

পূর্ণা। ফাগোৎসবের দিন—ওরা যাবে কোথায় ? একটু পরেই সন্ধ্যা হলে—আরতি দেখ্‌তে সবাই এখানে আস্‌বে এখন !

অজিৎ। কিন্তু ওরা যে রাগ করে চলে গেল ?

পূর্ণা। রাগ করে থাকে—আমাদের বাড়ীতে না হয় না যাবে! এখানে আস্‌বেনা কেন ? এস—আমরা দু'জনে নির্জ্জনে একটু হোরি খেলা করি! এই বসন্তকালে—ফাগোৎসব উপলক্ষ করে রাজপুতের বিকট তাণ্ডবলীলায় উন্মত্ত হয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে—আমোদ প্রমোদ না করে,—এস অজিৎ—আমরা দু'জনে প্রেম-ময় নাথজীর স্নিগ্ধ মধুর প্রেমলীলার অভিনয় করি। নাথজীর প্রসাদী ফাগ দুটী নিয়ে এসেছি.—এস, তোমার কপালে একটী টিপ্ দিই,—তুমিও আমার কপালে একটী টিপ্ দাও। (উভয়ের তথাকরণ)

অজিৎ। শুধু টিপ পরানো হবে পূর্ণা ? একটা গান—

পূর্ণা। গান গাইব ? আচ্ছা—

পূর্ণার গীত

এই শুধু মোর কামনা।
(আমি) পেতেছি আসন হৃদয়মাঝারে,
যতন করিয়ে বসাব তোমারে,
ভক্তিকুসুম-চন্দনভারে,
পূজিব পুলকে মগনা ॥
করিব আরতি ও চারু মূরতি
প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে,

ও দুটী চরণ ধোয়াইয়া দিব
নয়ন-সলিল ঢালিয়ে ;
এই বর দিয়ো, হে আমার প্রিয় !
যেন তোমাতেই রহি বিলীনা ;—
চিরদিন ভালবাসিতেই পারি,
ভালবাসা যেন চাহিনা ॥

অজিৎ। সত্য—এ রকম হোরি খেলা বড় মধুর,—বড় স্নিগ্ধ,—বড় শান্তিময় ! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব পূর্ণা ?

পূর্ণা। কি ?

অজিৎ। তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস ?

পূর্ণা। না।

অজিৎ। না ?

পূর্ণা। না। এতকাল ভালবেসেছিলুম—এখন—এই আজ থেকে আর ভালবাসিনা। ভালবাস্‌বোনা ! ভালবাসা উচিত নয় !

অজিৎ। কেন পূর্ণা ? আমি কি অপরাধ কল্লুম ? কেন তুমি আমায় ভালবাসবেনা ?

পূর্ণা। এতদিন তোমায় ভালবেসেছিলুম—তার কারণ, আমি এতদিন ভুল বুঝেছিলুম যে তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস। তোমার ভাল-বাসায় স্বার্থ নেই,—আর সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসার জোরেই তুমি আমায় তোমার করে নিতে পার্ব্বে—শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে। আজ বুঝলেম, তোমার সে ভালবাসা আয়নায় মুখ দেখাদেখির

মত! আমি ভালবাস্‌লে—তবে তুমি আমায় ভালবেসে সুখী হবে,—নইলে নয়! কেমন—এইতো?

অজিৎ। সত্য কথা পূর্ণা! ভালবাসায় স্বার্থ নেই কার? কে ভালবাসে—অথচ প্রতিদান চায়না?

পূর্ণা। ভালবেসে প্রতিদান চাও? সে প্রতিদানের অর্থ কি অজিৎ? উপভোগ? আমার এই অসার মৃত্তিকানির্ম্মিত দেহটা নিয়ে উপভোগ? ভালবাসা যে প্রাণের কথা,—দেহের সঙ্গে তার তো কোন সম্বন্ধ নেই! আজ যদি আমি মরে যাই—কাল তাহলে তুমি আমাকে একবার মনেও কর্ব্বেনা? ও! সেইজন্যেই বুঝি—পুরুষজাতি স্ত্রীর মৃত্যুর পর দু'দিন না যেতে যেতে বিবাহ করে? আবার মুখে বড়াই করে, লোকের কাছে বলে—স্ত্রীকে আমি বড় ভালবাস্‌তুম! শোনো অজিৎ! আমি কিন্তু ভালবাসা জিনিসটাকে খুব বড় বলেই মনে করি! আমি বরাবর এই ধারণা করে বসে আছি,—আমার পিতা যদি দৃঢ়সঙ্কল্প করে থাকেন যে, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন না, কারণ, তুমি দীনদরিদ্র, সামান্য কোটালের কার্য্য কর,—তাঁর মতন ধনবান সামন্তের কন্যার তুমি যোগ্যপাত্র নও,—তুমি শুদ্ধ তোমার ভালবাসার জোরে আমাকে নিশ্চয়ই তোমার করে নিতে পার্ব্বে। অজিৎ! আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলুম—যে, তুমি আমায় ভালবাসার জোরেই টেনে নিতে পার্ব্বে!—আজ কিন্তু আমি এই বুঝে হতাশ হলেম, তোমার ভালবাসার কোনও শক্তি নাই—তোমার প্রাণে যথার্থ ভালবাসা নাই—সত্যিই আমি তোমার হতে পাল্লুম না!

অজিৎ। বুঝেছি বালিকা,—তুমি যে আমার হবেনা,—তুমি যে আর আমায় ভালবাসনা—বা ভালবাস্‌তে পারনা, তা আমি অনেকদিন পূর্ব্বেই বুঝেছি! সেই জন্য কতকগুলো অর্থহীন বাক্যরাশি কয়ে—আমার ভালবাসায় দোষারোপ করে,—তুমি ছল করে আমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কর্ত্তে চাও! আর তাই বুঝেছিলেম বলেই—তোমাকে এই পবিত্র নাথজীর মন্দিরে জিজ্ঞাসা করেছিলেম—তুমি আমায় ভালবাস কি না! ভেবেছিলেম—এই জাগ্রত দেবতার স্থানে হয়তো তুমি বাধ্য হয়ে তোমার প্রাণের সত্য কথা মুখে প্রকাশ করে ফেল্‌বে!

পূর্ণা। তাহলে তুমি কি স্থির বুঝ্‌লে—তোমায় আমি ভালবাসিনা?

অজিৎ। আগে ভালবাস্‌তে,—কিন্তু এখন বাসনা!

পূর্ণা। এখন বাসিনা কেন অজিৎ?

অজিৎ। সংসারে স্ত্রীলোকের মন অতি অসার। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তুমি অতি দীন-দরিদ্রের কন্যা ছিলে—আমি তো এখনও দীনদরিদ্র আছিই! বিধাতার কার্য্যনীতি হচ্ছে—যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ! যখন দু'জনে দু'জনকার যোগ্য ছিলেম, তখন ভালবাসাও যোগ্য আধার পেয়ে সমানভাবে অবস্থান কচ্ছিল! এখন তুমি কোটীপতি সামন্তের কন্যা,—আর আমি দীনহীন, সামান্য বেতনভোগী নগরকোটাল! এখন আমারও তোমাকে ভালবাসা অন্যায়—তোমারও আমাকে ভালবাসা বিড়ম্বনা!

(অজিত প্রস্থানোদ্যত)

পূর্ণা। যেওনা অজিৎ! একটা কথা শোনো—(রোদন)

অজিৎ। আর ছলনা কোরোনা পূর্ণা! নিরামিষভোজী শিকারপ্রিয় ব্যক্তির মত,—মাত্র শিকারসাধ পূর্ণ কর্ত্তে নিরীহ প্রাণীকে হত্যা কোরো না! ধনবান সামন্তকন্যা! তুমি রাজ্যেশ্বরের অঙ্কশোভিনী হও,—আর কখনো এ দরিদ্রের ছায়া পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাবেনা!

পূর্ণা। যাও অজিৎ—চলে যেতে ইচ্ছে হয়—চলে যাও! হয়তো বিধাতার অভিপ্রেত—তোমায় আমায় মিলন হবেনা! হয়তো—আশৈশব পবিত্র ভালবাসার এই পরিণাম! রাজপুতের কন্যা আমি, এই দেবমন্দিরে মিথ্যা কথা বোল্‌বোনা,—আমার পিতামাতার ইচ্ছা—আমি কোন সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ধনবানের পত্নী হই! হয়তো—অদৃষ্টের ফেরে আমাকে বাধ্য হয়ে—তোমার কাছে—প্রাণমন ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্ব গচ্ছিত রেখে, এই অসার দেহটাকে অপরের হাতে তুলে দিতে হবে। তারও যে কি পরিণাম, তা তুমিও জাননা, আমিও জানিনা! হয় হোক্—তোমাতে আমাতে চিরবিচ্ছেদ,—তাতে আমার কোনও দুঃখ নাই! তার কারণ,—আমার ভালবাসা ভালবাসার জন্য,—আমার ভালবাসা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়! আমি তোমায় ভালবেসে, তোমায় ধ্যান করে,—তোমার স্মৃতি নিয়ে পরম সুখে থাকবো,—স্বর্গের আনন্দ উপভোগ কর্ব্ব,—তোমার প্রেমে বিভোর হয়ে—হেসে খেলে দিন কাটাতে পার্ব্ব,—কারণ, আমি প্রেমের কোনও প্রতিদানের প্রয়াসী নই,—আমার প্রেম প্রাণে প্রাণে, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দেহের সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই। (প্রস্থানোদ্যতা)

অজিৎ। শোনো—শোনো—পূর্ণা! (হস্তধারণ)

পূর্ণা। আর শুনব কি অজিৎ? তোমার প্রাণের কথা তো সব শুনে নিইছি! তোমার প্রেমের ভিত্তি কিসের, তাও বুঝে নিয়েছি! ছিঃ অজিৎ! বালির বনেদের ওপোর গগনস্পর্শী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেছিলে, এক নিমেষে তোমার চক্ষের ওপোর তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল! আর সোহাগ করে ভালবাসা জানিওনা! আমি জানি—"অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ!"

(দিনকরের পুনঃ প্রবেশ)

দিন। ঠিক বলিছিস্ দিদিমণি,—কাটখোঁট্টা ও শালা, প্রেমের কদর ও কি বুঝবে? তেরেনাল্ হাতে করে দিনরাত চোর-ডাকাত তাড়া করে বেড়ায়, ওর সঙ্গে প্রেম করা—আর কাট্‌ঠোক্‌রাকে "রাধা-কিষণজী" বুলি পড়ানো একই কথা!

অজিৎ। ঠাকুদ্দা! দিন বুঝে তুমিও আমার প্রতি বিমুখ হ'লে?

দিন। বিমুখ কি? আমার কাছে হক্ কথা! মনে করেছ বুঝি—আমি তোমাদের কথাবার্ত্তা কিছু শুনিনি? ঐ থামের আড়ালটায় দাঁড়িয়ে—নির্ঝঞ্ঝাটে আড়ি পেতে তোদের প্রেমের ঝগড়া আগাগোড়া সব শুনেছি, আর দেয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে সব লিখে রেখেছি।

অজিৎ ও পূর্ণা। এঁ্যা—কি সর্ব্বনাশ?

দিন। সর্ব্বনাশ কি? লিখে রাখ্‌তে হবেনা? নইলে তোদের ঝগড়া মিট্‌মাট কর্ব্ব কি নজীর দেখে? মেধা তো আমার জানিস?

আড়াই পা হাঁটলেই সব ভুলে যাই! তুই ঠিকই বলেছিস্ দিদিমণি—প্রেমের দড়ীর জোর থাকলে—একটী হ্যাঁচকায় প্রেমের পাত্রটী একেবারে গলায় এসে নলেন্ গুড়ের নাগ্‌রি হয়ে ঝুল্‌তে থাক্‌বে। তোদের ঠান্‌দি কি রকম সুন্দরী ছিল—তা শুনেছিস তো?

অজিৎ। তাঁর রূপের কথা শুনিনি—তবে গুণের কথা পল্লীর লোকে এখনও মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে বলে থাকে বটে!

দিন। কি শুনিছিস দাদা—কি শুনিছিস?

অজিৎ। লোকে বলে—ঠাকুর্দ্দার যে দু'কাণ কাটা—সে ঠান্‌দিদিরই হাতের গুণে! উঠ্‌তে বস্‌তে কাণ টেনে টেনে—ঠান্‌দিদির হাতের মধ্যেই ঠাকুর্দ্দার কাণ দু'টো রয়ে গিছ্‌লো!

দিন। না—না—বাজে কথা—বাজে কথা! কাণ দু'টোয় মাঝে মাঝে পাক দিতেন বটে,—কিন্তু ছেঁড়েনি! এই দেখ্ ভাই—কাণ দু'টো কি রকম লম্বা আর উঁচু হয়ে আজও আপনার তেজে দাঁড়িয়ে আছে! সে কথা যাক্! বলি—তোদের ঠান্‌দিদি তো অমন নামজাদা সুন্দরী ছিল—শুনেছিস্ তো?

পূর্ণা। কার কাছে শুন্‌ব ঠাকুর্দ্দা? ঠান্‌দি যখন দেহরক্ষা করেছিলেন—তখন আমার বাবা মা কেউ জন্মান্‌নি! শুন্‌ব কার কাছ থেকে?

দিন। আবার বলে—শুন্‌বো কোথা থেকে? এই আমার কাছ থেকে শোন্‌না দিদি!

পূর্ণা। শুন্‌ছি তো অনেকক্ষণ থেকে,—কিন্তু মেনে নিতে হবে কি?

দিন। আল্‌বৎ হবে! আমি তোর ঠান্‌দির স্বামী,—"নারীণাং ভূষণং

পতি,”—আমি যখন নিজের মুখে বল্‌ছি,—তখন অবিশ্যি তোদের সে কথা মেনে নিতেই হবে!

অজিৎ। আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা, মেনে নিলেম যে ঠান্‌দি আমাদের দ্বিতীয় পদ্মিনী ছিলেন! তা কোন্ মহাপাপে আপনার গলায় বরমাল্য দিয়েছিলেন তিনি?

পূর্ণা। ভুলক্রমে বরমাল্য দিয়ে বোধ হয় বিবাহবাসরেই আত্মহত্যা করে সে ভুলের সংশোধন করেছিলেন!

দিন। বটে? বাসরে আত্মহত্যা কর্ব্বে কি রকম? বিয়ের দিন থেকে ঐ বলে শাসাতো বটে,—কিন্তু আত্মহত্যা কর্ব্বে কোথা থেকে? আধহাত দড়ীও ঘরে রাখ্‌তুম না, আর বড় কলসী তো আমার একটাও ছিলনা! আর আমার বাড়ী থেকে ইঁদারা বা পুষ্করিণী তিন দিনের রাস্তা!

অজিৎ। পরণের কাপড় বা ওড়না?

দিন। রাম কহ! অঙ্গে একটী হাঁটু পর্য্যন্ত ঘাঘ্‌রা ছিল। সেটী অঙ্গেই ময়লা হয়ে পচে গলে ছিঁড়ে গেলে,—তবে আর একটী দিতেম!

পূর্ণা। তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল কিসে? আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ কল্লেন কি উপায়ে?

অজিৎ। কোনও যবন সম্রাটকে প্রেমদান করেছিলেন বোধ হয়!

দিন। অনেক সম্রাট লালায়িত হয়েছিলেন বটে,—কিন্তু সন্ধান পেলে তো? হোল্‌কার এসে যখন মেবার আক্রমণ করে,—সে সময় রাজ্যে ভারি গোলযোগ! কি করি? তোদের ঠান্‌দিকে বাঁচাতে হবে তো? কল্লুম কি, জানিস্ ভাই,—তোর ঠান্‌দিকে নিয়ে ঐ আরাবল্লীর

খুব একটা উঁচু মট্‌কায় একটা বড় গহ্বরের ভেতর পুরে,—তার মুখে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দেশে চলে এসে গ্যাট্ হয়ে বসে রইলুম !

পূর্ণা। কি সর্ব্বনাশ ? তার পর ?

দিন। পাঁচ ছ'মাস পরে—যুদ্ধবিগ্রহ সব থেমে থুমে গেলে,—তোর ঠান্‌দিকে আন্‌তে পাহাড়ে গিয়ে উঠ্‌লুম ! দেখ্‌লুম—তোর ঠান্‌দি আছে বটে—কিন্তু—চেহারাটা বদ্‌লে গেছে !

অজিৎ। সেখানে খাবার পেতেন কোথা ?

দিন। আরে—রেখে আস্‌বার সময় ঐটুকুই তো ভুল হয়েছিল। মাগী—কটা মাস না খেতে পেয়ে—দাঁত ছরকুটে পড়ে মরে আছে !

অজিৎ। ঠাকুর্দ্দা ! এ কি সত্য না রহস্য ?

দিন। এই মন্দিরে বসে মিছে কথা—বিশেষতঃ প্রেমের কথায় মিছে ব'লব ?

অজিৎ। ঠাকুর্দ্দা ! আপনি পিশাচ ! আপনি নারীঘাতক মহাপাপী। এ কথা জান্‌লে—এতদিন আপনার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ ক'র্ত্তুম না।

পূর্ণা। বৃদ্ধকে তিরস্কার কোরোনা অজিৎ ! উনি অজ্ঞানে বুদ্ধিহীনতার দোষে,—ভুলক্রমে না হয় নারীহত্যার কারণ হয়েছেন,—সে অপরাধ বরং ওঁর মার্জ্জনীয় হ'তে পারে ! কিন্তু যারা জ্ঞানপাপী,—যারা জেনে শুনে—স্বেচ্ছায়—স্বহস্তে নারীহত্যা করে,—তাদের কি বল্‌বে অজিৎ ?

দিন। এই যেমন তুমি নিজে ! শালা—নাথজীর সেবায়েৎ তোমার এই ঠাকুর্দ্দা,—চিরকুমার তা জাননা ? এই একটা প্রেমের বিয়োগান্ত গল্পরচনা শুনেই একেবারে আমার ওপোর খাপ্পা হয়ে তেউড়ে

উঠ্‌লে, আর এই বেচারী নাৎনি আমার—তোমার জন্যে মর্ত্তে বসেছে—তাকে ত্যাগ ক'রে প্রাণে মারবার চেষ্টায় আছ ?

অজিৎ। কি কর্ব্ব ঠাকুর্দ্দা ? আমি যে দীনদরিদ্র,—আমার সঙ্গে যে পূর্ণার ধনবান পিতা—তাঁর আদরের একমাত্র কন্যার বিবাহ দেবেন না !

দিন। দেবেন না ? ভগবান নাথজী মনে কল্লে—এ জগতে কি না হ'তে পারে ? তাঁকে ডাক,—তাঁর আরাধনা কর—তাঁর কাছে প্রার্থনা কর ! তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ব্বেন ! এই পূর্ণার ধনবান পিতা, পাঁচ বৎসর আগে কি ছিল ? একজন দীন-ভিখারী ! এই নাথজীর মন্দিরে দিনরাত্রি পড়ে পড়ে আরাধনা করে—ভাগ্যচক্রটা কি রকম ফিরিয়ে নিলে—দেখ্‌লে তো ? আজ সেই দীন-ভিখারী, নাথদ্বারে একজন সম্ভ্রান্ত সামন্ত ! আজ সে রাণার প্রিয় পার্শ্বচর, রাওজি কেতনলাল !

[অকস্মাৎ বাহিরে ভীষণ ঝটিকা—ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন]

পূর্ণা। এ কি ? কি হ'ল ?

অজিৎ। ভীষণ ঝড় উঠেছে !

(মধুভট্ট ও গৌরীবাইয়ের প্রবেশ)

গৌরী। পূর্ণা—পূর্ণা—মা আমার ! কই তুমি ?

পূর্ণা। এই যে মা আমি !

গৌরী। ভাট্‌জি ! খুড়ো ঠাকুর কোথা ?

[বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টিপতন ও মেঘগর্জ্জন]

দিন। এই যে মা আমি! এত ভয় পাচ্ছ কেন? ঝড়বৃষ্টি তো এরকম হয়েই থাকে? এতে ভয়ের কারণ কি?

অজিৎ। আজকের দিনে—কোথাও কিছু নেই—একি ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ?

গৌরী। তাই তো—আমরা বাড়ী যাব কেমন করে? রাওজির বিনা অনুমতিতে আমরা মন্দিরে এসেছি!

দিন। বাবাজী তাতে তোমাদের কিছু বল্‌বেন না,—সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক!

গৌরী। এই ভীষণ দুর্য্যোগে মেয়ে নিয়ে কেমন করে বাড়ী ফিরবো?

মধু। এ দুর্য্যোগ অধিকক্ষণ স্থায়ী নয় মা! সন্ধ্যা হ'তে আর বিলম্ব নাই,—চল—মন্দিরে আরতি দেখ্‌বে! আরতি শেষ হ'তে না হ'তে দুর্য্যোগ থেমে যাবে!

পূর্ণা। তাই চল মা—তাই চল! কেন তুমি ভয় পাচ্ছ? হোরিব দিনে নাথজীর মন্দিরে এসেছি শুন্‌লে—বাবা কখনই রাগ কর্ব্বেন না!

[মধুভট্ট, পূর্ণা ও গৌরীর প্রস্থান।

অজিৎ। ঠাকুদ্দা! এই দোল পূর্ণিমার দিনে এরূপ ভীষণ ঝড়বৃষ্টি তো দেখা যায়না! দেখ—দেখ—প্রান্তরপথের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! একে তো ফাগোৎসবে চাদ্দিকে আবীরের ছড়াছড়ি—পিচ্‌কারীর অবিরাম উচ্ছ্বাসে পথঘাট যেন শোণিত-সিক্ত বলে মনে হ'চ্চে! তার ওপোর—বৃষ্টির জলস্রোত প্রান্তর বয়ে চলেছে,—যেন মশানে

একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ নরবলির রক্তস্রোত প্রবাহিত বলে মনে হ'চ্ছে! আজকের দুর্য্যোগ যথার্থ-ই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেছে!

দিন। ভায়া! আজকের এই বর্ষাকে আমরা কি বলি জান? এর নাম হ'চ্ছে "জহুরী বর্ষা!" পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে—ঠিক ঐ প্রান্তরে—এই দুর্য্যোগে—এই দোলপূর্ণিমার দিনে মাড়োয়ারের সেই ধনকুবের ফুলচাঁদ জহুরীকে কে হত্যা করে'ছিল!

অজিৎ। ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যার কথা জানি বটে! কিন্তু—সে কি এই দোলপূর্ণিমার দিনে?

দিন। ঠিক এই দোলপূর্ণিমায়!—এই রকম ভীষণ ঝড়বৃষ্টি, এই ভর-সন্ধ্যায়—নাথজীর মন্দিরে আরতি হচ্ছে—চারিদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজ্‌ছে,—ঠিক এই সময়—মাড়োয়ারনিবাসী হতভাগ্য ফুলচাঁদ, আজ্‌মীরের প্রসিদ্ধ জহুরী ফুলচাঁদ,—প্রায় কোটী টাকার হীরে—জহরৎ—আর লক্ষ টাকার মোহরপূর্ণ থলে সঙ্গে নিয়ে—ঘোড়া চড়ে কি জানি কোথায় যাচ্ছিল। যাবার পথে একবার বোধ হয় নাথজী দর্শন করে যাবার বাসনা হয়েছিল,—তাই কুক্ষণে এই নাটমন্দিরে এসে উপস্থিত হল! এখানে তখন আমি এই থামের পাশে মালা জপ কচ্ছিলেম,—আর ঐ এক পাশে একটা চেটাই পেতে কেতনলাল তার পান ও সরবৎ বিক্রির হিসেব নিকেশ কচ্ছিল!

অজিৎ। সে সময় এ মন্দিরে আর কেউ ছিলনা?

দিন। নাটমন্দিরে ঠিক যে সময় জহুরী আসেন—সে সময় কেউ ছিলনা বটে, তবে তার আগে—দলে দলে স্ত্রীপুরুষ সব হোলি খেল্‌তে এসেছিল!

অজিৎ। সে সময় ভাট্‌জি কোথায় ছিলেন ?

দিন। ভাট্‌জি আমার—যাত্রীদের ঠকিয়ে মন্দিরে নাথজীর দোহাই দিয়ে প্রণামী লুট্‌তে ব্যস্ত ছিলেন।

অজিৎ। তাই বলুন। মন্দিরে তখন যাত্রীদের ভিড় ছিল!

দিন। তুমি এমন বোকা কেন হে ভায়া ? আজকের দিনে নাথজির মন্দির কি জনশূন্য থাকে ?

অজিৎ। না—না—তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি। তারপর ?

দিন। তারপর কোথাও কিছু নেই,—হঠাৎ ঠিক এই আজকের মত হৈ হৈ শব্দে—ভীষণ ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত। কি বল্‌ব ভায়া—সে দিনও ঠিক এই রকম দুর্য্যোগ! সমস্ত রাত্রি আর দুর্য্যোগ থাম্‌লো না!

অজিৎ। এই অবস্থায় ফুলচাঁদ জহুরী এসে আপনাদের অতিথি হ'লেন! তারপর ?

দিন। আমি আর কেতনলাল দু'জনে শশব্যস্তে তাঁকে অভ্যর্থনা কল্লেম। এই মন্দিরে এক নির্জ্জন কক্ষে তাঁকে স্থান দিলেম। আরতিশেষে তাঁকে নাথজীর প্রসাদ খেতে দিলেম। তিনি আহারাদি করে কক্ষের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে বিশ্রাম কর্ত্তে লাগ্‌লেন। আমি আর কেতনলাল মন্দিরে যে যার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শয়নে পদ্মনাভ স্মরণ করে ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাতের প্রকোপ শুন্‌তে শুন্‌তে নিদ্রামগ্ন।

অজিৎ। ফুলচাঁদের হত্যার কথা আপনারা শুন্‌লেন কখন ?

দিন। পরদিন প্রাতঃকালে। তোমার কোতোয়ালীর চেলা-চামুণ্ডীরা মন্দিরে এসে খুব হৈ-চৈ লাগিয়েছে দেখ্‌লুম। জহুরীর হীরে জহরৎ মোহর ইত্যাদি নশ্বর জিনিসের এবং তার নশ্বর রক্তমাংসের চিহ্নমাত্র

কেউ কোথায় খুঁজে পেলে না! প্রহরী মহাপ্রভুরা ঐ প্রান্তর থেকে টেনে নিয়ে এলেন ফুলচাঁদের মরা ঘোড়াটা—তার রক্তমাখা সাদা চাপ্‌কান আর সবুজ রংএর পাগড়ীটা! ব্যস্—এই পর্য্যন্ত হয়েই সব খতম্! আজও পর্য্যন্ত জহুরীর লাসেরও কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা,—হত্যাকারীর বা হত্যাকারীদের অথবা তার ধনসম্পত্তিরও কোন তল্লাস কেউ কর্ত্তে পাল্লে না। এ সমস্ত ভগবান নাথজীর লীলাখেলা!

অজিৎ। আশ্চর্য্য বটে! সে সময় কোতোয়ালীতে এমন সুদক্ষ কর্ম্মচারী কি কেউ ছিলনা—যে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে?

দিন। সুদক্ষ লোক থাক্‌লে কি হবে ভায়া,—অনুসন্ধানটা তেমন দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন হ'লে তবে তো হত্যাকারী গ্রেপ্তার হবে! ফুলচাঁদ জহুরী ভিন্নদেশের লোক,—মাড়োয়ারনিবাসী, সে যদি মিবারী হ'ত,—তাহ'লে মিবারের লোক নিজেরা আদাজল খেয়ে সন্ধান কর্ত্তে লেগে যেতো! আর তাহ'লে এ হত্যার নিশ্চয়ই একটা কূলকিনারাও পাওয়া যেতো। হত্যার কথা শুনে রাণার তরফ থেকে—কোতোয়ালীর প্রহরী কর্ম্মচারীদের ওপোর দিনকতক জুলুম জবরদস্তি হয়েছিল,—কাজেই বছরখানেক খুব উঠে পড়ে লেগে কোতোয়ালীর কর্ম্মচারী মশাইরা লোক দেখানো—খানাতল্লাসী খুব সুরু করে দিয়েছিলেন!

অজিৎ। ফল কি হ'ল?

দিন। গুটি আষ্টেক পক্ক রম্ভা! কোটাল মশাই সন্দেহ করে লছমন্ ঝম্‌মন্ নামে দু'জন ভীল-সর্দ্দারকে ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যাকারী বলে

গ্রেপ্তার করে নিয়ে হাজীর হ'লেন। যদিও তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ ছিলনা,—তথাপি যখন কোটাল মশাই সন্দেহ করেছেন,— তখন তারা হত্যাকারী না হয়ে যায়না!

অজিৎ। কোন প্রমাণ ছিলনা?

দিন। কিছুমাত্র না। প্রমাণের ভেতর এই যে, তাদের প্রকাণ্ড দু'টো বাঘের মতন ভীষণ কুকুর আর একটা ভাল্লুক পোষা ছিল! সেই তিন্‌টে জানোয়ার সঙ্গে নিয়ে তারা দু'ভাই চাদ্দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো! এইতেই সাব্যস্ত হ'ল,—তারা দু'ভাই জহুরীকে হত্যা করে তার হারে জহরৎ মোহরগুলো নিজেরা খেয়েছে—আর জহুরীর মোলায়েম মাংসটা-হাড়টা কুকুর আর ভাল্লুককে দিয়ে খাইয়েছে!

অজিৎ। এইমাত্র প্রমাণ?

দিন। এইমাত্র প্রমাণ। এই প্রমাণের ওপোর নির্ভর করেই তাদের গ্রেপ্তার করা হোলো—এবং দশ বৎসর করে দুই ভাই—কারাবাসের আরাম উপভোগ কর্ত্তে মহাপ্রস্থান কল্লেন!

অজিৎ। কি ভাগ্য তাদের যে, তারা জল্লাদের হাতে অর্পিত হয়নি!

দিন। নিশ্চয়ই হোতো! তবে মাঝখান থেকে কেতনলাল—কোটালের কাছে অনেক কাঁদাকাটী করে সাক্ষ্যি দিয়ে, প্রমাণ দেখিয়ে বলেছিল যে, এই হত্যাসম্বন্ধে তারা যথার্থই নির্দ্দোষী! এ হত্যা তাদের দু'ভায়ের দ্বারা হয়নি! তাইতে আমার বোধ হয় ফাঁসিটা বন্ধ হয়ে গেল!

অজিৎ। যথার্থ কথা বল্‌তে কি ঠাকুর্দ্দা,—ফুলচাঁদ জহুরীর এই হত্যার

জন্য সমগ্র মিবারবাসী জগতের কাছে এবং জগদীশ্বরের কাছে মহা অপরাধে অপরাধী! ফুলচাঁদ জহুরীর প্রকৃত হত্যাকারীদের যদি সন্ধান না পাওয়া যায়,—তা হ'লে অনন্তকাল পর্য্যন্ত মেবার অনপনেয় কলঙ্কমসিলিপ্ত হয়ে থাক্‌বে!

দিন। শুন্‌লেম নাকি ভায়া—তুমি রাণার কাছ থেকে এই খুনের তদন্ত কর্ব্বার ভার পেয়েছ? এটা সত্যি না গুজব কথা?

অজিৎ। হাঁ—ঠাকুর্দ্দা, সত্য কথা,—গুজব নয়! সাত বৎসর পূর্ব্বে মণ্ডলগড়ে বনোয়ারী শেঠের বাড়ীতে ডাকাতি করে—তার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল যারা,—সেই সকল দস্যুদের আমি সন্ধান করে গ্রেপ্তার করি,—সেই সময় তাদের কাছ থেকে শেঠজির অপহৃত দু' একখানা অলঙ্কারও পাওয়া যায়! এই কার্য্যে আমার দক্ষতার কথা শুনে রাণা আমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত ক'রে কোটালের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং তিনি স্বয়ং আমাকে ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার কর্ব্বার ভার অর্পণ করে প্রতিশ্রুত হয়েছেন—যে, যদি আমি হত্যাকারীকে ধরতে পারি, তাহ'লে তিনি আমাকে মেবার রাজ্যের প্রধান সর্দ্দার করে দেবেন এবং পদোপযোগী ধনসম্পত্তি এবং জায়গীর প্রদান কর্ব্বেন! ঠাকুর্দ্দা! আমার কার্য্য-সাফল্য ভগবান নাথজীর কৃপা এবং তোমার আশীর্ব্বাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কচ্ছে!

দিন। আমিও প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করি,—তুমি নাথজীর কৃপালাভ কর! আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি—ফুলচাঁদের হত্যাকারীর সন্ধান যদি কেউ কর্ত্তে পারে—সে এক তুমি!

(কেতনলালের প্রবেশ)

কেতন। কে সে? কে সে?

দিন। একি—একি? বাবাজি! তুমি? তুমি? এই দুর্য্যোগে—এ অবস্থায় কোথা থেকে?

অজিৎ। রাওজি?

কেতন। হ্যাঁ—আমি—আমি! চিন্‌তে পাচ্ছনা আমাকে?

দিন। কোথা থেকে চিন্‌তে পার্ব্ব বাবা? যে রকম "জহুরী বর্ষা" নেবেছে!

কেতন। চুপ্ কর খুড়ো! নাব্‌লেই বা বর্ষা—তাতে আমার কি? কি বর্ষা বল্লে খুড়ো! "জহুরী বর্ষা?" সে আবার কি? সে আবার কি? এই দোল-পূর্ণিমার দিনে বর্ষা নেবেছে? নাব্‌লেই বা—নাব্‌লেই বা!

দিন। মনে নেই বাবাজি? এই দোল-পূর্ণিমায়—এই রকম বর্ষা—ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত—আর এম্‌নি সময় ঐ মাঠ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে ফুলচাঁদ জহুরী এল—

কেতন। এল এল—তোমার কি? আমার কি! সে কথা কেন? আজ সে কথা কেন? সে তো খুন হয়েছে—ঐখানে—ঐ সেই প্রান্তরে—ঐ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে!—থাক্—থাক্! কে তুমি! কে তুমি?

অজিৎ। আমি অজিৎ!

দিন। তোমার হবু জামাতা অজিৎ সিং!

কেতন। মুখ সাম্‌লে কথা কোয়ো খুড়ো ঠাকুর! আমার মেয়ে কে জানো? রাওজি কেতনলাল সামন্তের মেয়ে,—ধনবানের কন্যা! রাণার পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে যার বিবাহ হবে! তুমি না জেনে—না শুনে একটা অন্যায় কথা কোয়োনা! এ কথা শুন্‌লেও আমি নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করি!

অজিৎ। রাওজি ঠিক কথাই বলেছেন ঠাকুর্দ্দা! এ রকম কথা আপনি পুনরায় মুখে উচ্চারণ কর্ব্বেন না;—তাতে রাওজির অপমান,—আমারও অপমান!

কেতন। তোমার অপমান কেন অজিৎ? আমার কন্যার সঙ্গে—কোটীপতির কন্যার সঙ্গে—সামন্তের কন্যার সঙ্গে যদি তোমার বিবাহের কথা কেউ বলে—তাতে তো তোমার গৌরব বৃদ্ধি হবে! কিন্তু আমি রাজার প্রিয় পার্শ্বচর; আমি মেবারের একজন বড় দরের সামন্ত,—আমায় যদি কেউ বলে যে সামান্য বেতনভোগী দরিদ্র কোটাল তোমার জামাতা হবে,—বল অজিৎ—তুমিই বল,—সেটা আমার পক্ষে কি অপমান ও লজ্জার কথা নয়?

অজিৎ। আপনি যেরূপ বুঝেছেন—সেইরূপই বল্‌ছেন! আমিও যেমন বুঝেছি সেই রকমই বলি! তবে শুনুন রাওজি! আপনার মত অবস্থাহীন ব্যক্তি অকস্মাৎ যদি বিপুল মানৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়, তাহলে তার দর্প অহঙ্কার—এইরূপই হয় বটে! কিন্তু স্থির জান্‌বেন—আমিও রাজপুত—ক্ষত্রিয়বংশজাত, আমারও একটা বংশমান—মর্য্যাদা আছে! আমি আপনার কন্যাকে ভালবাসি বটে,—তাকে পাবার জন্য আমি অত্যন্ত লালায়িতও বটে! কিন্তু—তা' বলে—

আপনার নিকট আমি অনুগ্রহপ্রার্থী নই! আমি এই নাথজীর পবিত্র মন্দিরে আজ শপথ কচ্ছি—যদ্যপি কখনও আপনি উপযাচক হয়ে আমাকে আপনার কন্যাদান কর্ত্তে স্বীকৃত হন,—যদ্যপি আমাকে কন্যাদান করে আপনি কখনো নিজেকে ভাগ্যবান বিবেচনা করেন, তখন আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ কর্ত্তে সম্মত হব! নইলে—যদি আপনার কন্যার বিরহে আমাব প্রাণ বহির্গত হয়—তবু আমি এ জীবনে আপনার কন্যার নাম পর্য্যন্ত মুখে আন্‌বো না!

(প্রস্থানোদ্যোগ)

দিন। কোথায় যাও ভায়া? এই ভীষণ দুর্য্যোগে—পথ চল্‌তে পার্ব্বে কেন?

অজিৎ। আজ থেকে—এই দোল-পূর্ণিমার রাত্রে—এই "জহুরী বর্ষায়" ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যার রাত্রি হতেই আমি তার হত্যাকারীর সন্ধানে আত্মনিয়োগ কল্লেম!

[অজিতের প্রস্থান।

কেতন। ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যাকারী? তার সন্ধানে? সে কি?

দিন। বাবাজি! উদ্যোগীনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ! রাণা প্রতিশ্রুত হয়েছেন—অজিৎ যদি ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যাকারীর সন্ধান করে—তাকে গ্রেপ্তার কর্ত্তে পারে, তাহ'লে ওকে মেবারের প্রধান সর্দ্দার করে দেবেন—জায়গীর দেবেন—অট্টালিকা দেবেন। আর বিস্তর নগদ টাকাকড়ি দিয়ে—একেবারে সামন্ত কেতনলালের বাবার বাবা করে তবে ছাড়বেন!

কেতন। ডাকো—ডাকো—খুড়ো ঠাকুর—শিগ্গীর ডাকো!—অজিৎ! অজিৎ! ফেরো—ফেরো—শোনো—শোনো—

দিন। সে এতক্ষণ—ঘোড়ায় চড়ে পগার পার! দেখ্লে না—ঐ মাঠ দিয়ে জল ভেঙ্গে—কি রকম ঘোড়া ছুটিয়ে ছপাৎ ছপাৎ কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেল!

(প্রস্থানোদ্যত)

কেতন। চলে গেল? অজিৎ—অজিৎ!

(পশ্চাদ্ধাবন ও প্রান্তরপথে "অজিৎ অজিৎ" বলিয়া চীৎকার)

দিন। ব্যাপার যে ক্রমে ঘোরালো হয়ে উঠ্লো বাবা!

(গৌরীবাই ও পূর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

পূর্ণা। বাবা কোথায় ঠাকুর্দ্দা?

গৌরী। তিনি এখনও এলেন না খুড়োঠাকুর? পূর্ণা বল্লে—তিনি এসেছেন!

দিন। মেয়ের কথা কি মিথ্যে হয় মা? রাওজি—জলে ভিজে একেবারে ঝোড়ো কাকটী হয়ে এসেছেন!

পূর্ণা। বাবাকে দেখ্তে পাচ্ছিনা তো! কোথায় গেলেন তিনি ঠাকুর্দ্দা?

দিন। ভিজে পোষাক শুকোতে মাঠের দিকে গেলেন!

পূর্ণা। সে কি? এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগে মাঠের দিকে গেলেন?

দিন। গেলেন বইকি! শাস্ত্রে ঐ রকম কথাই তো সব বলে! যথা,—"বিষস্ত বিষমৌষধী,"—"কাণের জল জল দিয়ে বার কর্ত্তে হয়,"—

"যে মাটীতে পড়ে লোকে ওঠে তাই ধরে—যে আগুনে পোড়ে হাত তারই তাপে সারে!" সুতরাং যে বৃষ্টির জলে পোষাক ভিজেছে—সেই বৃষ্টির জলেই তো তাকে শুকোতে হবে!

গৌরী। আপনি কি বল্‌ছেন খুড়ো ঠাকুর? তিনি কি সত্যিই আসেন নি? আরতির সমস্ত উদ্যোগ—এই এখুনি আরম্ভ হবে! পূর্ণার কথা শুনে—আমি আরতি দেখা ছেড়ে এখানে এলেম—দেখ্‌তে—তিনি এই বৃষ্টিতে এসেছেন কি না—

দিন। তিনি এসেছেন—একথা আমি নাথজীর মন্দিরে হলপ্‌ করে বল্‌তে প্রস্তুত আছি! তবে বড় লোকের খেয়াল,—অজিৎকে সাম্‌নে দেখেই তেলে-বেগুনে প্রথমটা জ্বলে উঠ্‌লেন! খানিকটা বেশ জম্‌কালো বচসা হ'ল,—তারপর অজিৎও রাগ করে সেই বৃষ্টিতে ছুটে চলে গেল,—তিনি অম্‌নি তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটলেন!

গৌরী। কেন—কেন? অজিতের সঙ্গে কি বিবাদ কর্ত্তে গেলেন?

পূর্ণা। আপনি বারণ কল্লেন না কেন ঠাকুর্দ্দা?

(নেপথ্যে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি)

দিন। ঐ আরতি আরম্ভ হয়েছে! পূর্ণাকে নিয়ে তুমি মন্দিরে যাও,—আমি একবার রাওজির সন্ধানে যাবার চেষ্টা করি!

(কেতনলালের পুনঃ প্রবেশ)

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি এবং আরতির বাদ্য)

কেতন। ওঃ—ওঃ—কি ভীষণ—কি ভীষণ! বন্ধ কর—বন্ধ কর! খুড়ো ঠাকুর! দিনকর! থামাও—থামাও—এখুনি বন্ধ কর!

সকলে। কি—কি!

কেতন। সেই—সেই শঙ্খধ্বনি! সেই বজ্রনির্ঘোষের মত শঙ্খধ্বনি! এই রাত্রে,—এই মুহূর্ত্তে,—এই দুর্য্যোগে—এই সেই শঙ্খধ্বনি!

পূর্ণা। কেন অমন ক'চ্ছ বাবা? কি হয়েছে?

কেতন। কোন কথা নয়—বন্ধ কর—বন্ধ কর! ঐ সেই শঙ্খধ্বনি শঙ্খধ্বনি—সেই শঙ্খধ্বনি! আমার কর্ণ বধির হয়ে গেল,—বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল—আমি সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বনা—সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বনা,—অন্ততঃ আজকের রাত্রে কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বনা!

পূর্ণা। বাবা! কি বল্‌ছেন? আরতি বন্ধ কর্ত্তে বল্‌ব?

[শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি থামিল]

দিন। যাক্—আপদস্য শান্তি! আপ্‌না আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে! বাবা! বড়লোকের হুকুম,—নাথজী তো নাথজী,—স্বয়ং নন্দঘোষজি শুন্‌তে বাধ্য!

গৌরী। এর মধ্যে আরতি বন্ধ হয়ে গেল?

দিন। যাবে না? রাওজির যখন বাসনা হয়েছে—তখন শুধু আরতি কি —নাথজীর মন্দিরে বাতি দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে! দেখি - একবার ব্যাপারটা কি?

[দিনকরের প্রস্থান।

কেতন। (সুস্থ হইয়া) আঃ—আঃ—প্রাণটা বাঁচ্‌লো! পূর্ণা—পূর্ণা! আয়—কাছে আয়! তুই কখন্ এলি মা—কার সঙ্গে এলি?

পূর্ণা। বাবা! ক'দিন তুমি বাড়ী যাওনি—আমরা বড়ই ভাবিত

হয়েছিলুম। আজও যখন তুমি বাড়ী এলেনা দেখ্‌লুম—তখন মা আর আমি ডুলি করে লোকজন সঙ্গে নিয়ে—এই মন্দিরে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্চি—আর এই ভীষণ দুর্য্যোগ !

কেতন। তোমার মা এসেছে ?

গৌরী। কি হয়েছে তোমার ? আমায় তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছনা ?

কেতন। পাচ্ছি—দেখ্‌তে পাচ্ছি এখন ! তা—তুমি এই দুর্য্যোগে কেমন করে মেয়ে নিয়ে মন্দিরে এলে ?

গৌরী। পূর্ণা কি ব'ল্লে শুন্‌লে না ? আমরা যখন এসেছি—তখন আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র ছিলনা !

কেতন। তা বটে—তা বটে !

পূর্ণা। বাবা, তুমি ভিজে কাপড়ে রইলে কেন ? এখানে তো তোমার অন্য কাপড়চোপড় আছে !

কেতন। তা থাক্—আমার জন্যে ভাবনা নাই। কিন্তু তোমরা ঘরে ফিরবে কেমন করে ? উঃ—কি ভীষণ—কি ভীষণ রক্তস্রোত ! মানুষের দেহে কি এত রক্ত ?

গৌরী। ছি—ছি—ও কথা বল্‌তে নেই ! হোরির দিনে মেবারের পথ ঘাট—এই রকম আবীরেব রংএ লালবর্ণ হয়ে থাকে ! তার ওপোর বৃষ্টি পড়ছে,—পথে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—তাই রক্তস্রোতের মতন দেখাচ্ছে !

কতন। তা বটে—তা বটে ! রক্তস্রোতের মতন দেখাচ্ছে বটে ! ঐ আবীরের রক্তস্রোতে যদি মানুষের রক্ত মিশে যায়,—ধর্ব্বার উপায় নেই—কি বল ? ধর্ব্বার উপায় নেই !

পূর্ণা। বাবা! এই দুর্য্যোগে এলে কেমন করে?

কেতন। পালিয়ে এলুম মা,—দুর্য্যোগ দেখে! চাদ্দিকে আবীরের দরুণ রক্তবর্ণ বৃষ্টির জল—জলস্রোতের মতন বয়ে যাচ্ছে দেখে—আর তার ওপোর—রাজপ্রাসাদে চারদিকে শঙ্খধ্বনি—উঃ—সে কি ভীষণ—কি ভীষণ—! ছুটে পালিয়ে এলুম! কিন্তু—নিস্তার নেই,—কোথাও নিস্তার নেই!

গৌরী। এতদূর হেঁটে এলে?

কেতন। নাঃ—বরাবর ঘোড়ায় এসেছি! আস্‌তে—আস্‌তে ঠিক ঐ জায়গায়—ঐ সাঁকোর নীচে—ঐ প্রস্তরের ওপোর—ঠিক সেই স্থানে, যেখানে—যেখানে—নাঃ—থাক্! ঘোড়া আর এগুতে চাইলেনা,—ঘোড়াটা বিষম ভয় পেলে! বিকট অন্ধকারে যেমন একটা বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠ্‌লো,—দেখ্‌লুম,—সেই—সেই জায়গায় রক্তের স্রোত চলেছে! ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়্‌লুম! ঘোড়াটাও তাই দেখে ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে কোন্ দিকে চলে গেল। আমিও ছুট্‌তে ছুট্‌তে নাটমন্দিরে এসে উপস্থিত হলুম!

গৌরী। তুমি এমন ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

পূর্ণা। (বাধা দিয়া) এতটা পথ জলে ভিজে কষ্ট করে হেঁটে এসে—আবার জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে কোথায় গিয়েছিলে বাবা?

কেতন। অজিৎকে ডাক্‌তে! সে ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যার তদন্ত কর্ব্বার ভার পেয়েছে! তা'কে সে কাজ কর্ত্তে দেওয়া হবেনা—হবেনা—কিছুতেই নয়! কিছুতেই নয়!

গৌরী। কেন? তাকে সে কাজ কর্ত্তে দেবেনা কেন? শুনেছি,—সে যদি ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যাকারীর সন্ধান করে তাকে গ্রেপ্তার কর্ত্তে পারে—

কেতন। ওঃ! তা হ'লে—তা হ'লে—নাঃ—সে আমার জামাতা হবে! তাকে আমি কন্যাসম্প্রদান কর্ব্ব! পূর্ণা! পূর্ণা! তুই তো তাকে ভালবাসিস্! বল্—বল্—লজ্জা কি মা? সে অতি সৎ ছেলে! আমি এতদিন ভুল বুঝেছিলুম,—তাই দরিদ্র ব'লে তাকে ঘৃণা কর্ত্তুম! এখন বুঝছি—তার সঙ্গে তোর বিবাহ দিতেই হবে! আমার এই বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হবে সে! কেন তাহ'লে সে সামান্য কোটালের কাজ কর্ব্বে? হত্যাকারীর সন্ধান কর্ত্তে নিজের জীবনকে বিপন্ন কর্ব্বে? তা হবেনা—তা হবেনা,—তাকে এ কাজ কর্ত্তে দেওয়া হবেনা! কিছুতেই না—কিছুতেই না! আমি এখুনি তাকে ডেকে এনে—পূর্ণাকে সমর্পণ কর্ব্ব—(প্রস্থানোদ্যত)

(দিনকর ও মধুভট্টের পুনঃ প্রবেশ)

দিন। অত ব্যস্ত কেন রাওজি? অজিতের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে আট্‌কায় কে? ধরে নাওনা—বিয়ে হয়েই গেছে!

কেতন। এঁ্যা—সে কি? বিয়ে হয়ে গেছে?

গৌরী। কি বল্‌ছেন খুড়ো ঠাকুর?

দিন। খুড়ো ঠাকুর ঠিকই বল্‌ছেন! বলি—তোমাদের কি ধারণা যে বিয়ে যদি বাপ মা কিম্বা কর্ত্তৃপক্ষ গুরুজন কেউ সম্বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকে না দেয়,—তাহ'লে বিয়ে হয়না?

কেতন। কি করে হবে? গোপনে?

দিন। আরে—সীতারাম! সব জিনিস গোপনে হতে পারে,—কেবল ঐ উদ্বন্ধন অর্থাৎ উদ্বাহবন্ধনকার্য্যটী গোপনে হবার নয়! আর প্রজাপতির যতদিন পাখ্‌না থাক্‌বে,—ততদিন পতি-পত্নী মিলনের ভাবনা—বাবাকেও ভাব্‌তে হবেনা—মাকেও ভাব্‌তে হবেনা—মাসীকেও ভাব্‌তে হবেনা!

মধু। ভাবছেন কেন রাওজি? নাথজীর মন্দিরে এসে যে যে-রকম কামনা করে—ভগবান নাথজী তার সেই রকম কামনাই পূর্ণ করে থাকেন! এটাতো মিবার রাজ্যে একটা বহুদিনের চলিত কথা!

কেতন। থাক্—বুঝেছি! গৃহিণী! আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই! কালই এই শুভবসন্তোৎসবকালে—পূর্ণার সঙ্গে অজিতের বিবাহ সম্পন্ন কর্ব্ব! তোমরা প্রস্তুত হও!

গৌরী। কালই?

কেতন। হ্যাঁ—কাল—আগামী কল্য—আজ রাত্রিপ্রভাতেই—বুঝ্‌লে? কথা কোয়োনা—যাও! আজ রাত্রে আমায় বিরক্ত কোরোনা! ভাট্‌জি! খুড়োঠাকুর! মন্দিরের পরিচারিকাগণকে বলগে,—আজ এই দুর্য্যোগে আমার স্ত্রী কন্যা কেউ বাটী ফিরতে পার্ব্বেনা,—এঁদের যেন সেবার কোন রকম ত্রুটী না হয়! একটা মন্দিরকক্ষে এদের বিশ্রামের জন্য শয্যাদির ব্যবস্থা করে দিক্!

মধু। তার ব্যবস্থা কি কর্ত্তে বাকী রেখেছি বাবাজি? তুমিই হলে এখন মন্দিরের হর্ত্তা-কর্ত্তা! তোমারই অর্থে মন্দিরসংস্কার, অতিথিসেবা, যাত্রীপরিচর্য্যা যা কিছু,—ভালরকমেই হ'চ্ছে! তুমি অর্থসাহায্য না

কল্লে কি রাজসরকারনির্দ্দিষ্ট সামান্য অর্থে এ মন্দিরের ব্যয়সংকুলান হ'ত ?

দিন। শুধু তাই নয় বাবাজি! দুর্য্যোগে অনেক যাত্রী এখানে আটক পড়েছেন! কোন চিন্তা নেই,—তাড়িয়ে দিলেও তারা কেউ যাচ্ছেনা!

কেতন। এত যাত্রী আছে? আর তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে? হ্যাঁ ভাট্‌জি! তুমি মন্দির ছেড়ে চলে এলে কেন?

মধু। সন্ধ্যার আরতি হয়ে গেছে,—সবাইকে প্রসাদ ট্রসাদ দিয়ে—হেঁ—হেঁ—

দিন। উনি সামন্ত-গৃহিণী আর সামন্ত-কন্যার তত্ত্বাবধানে বড়ই ব্যস্ত হয়ে—এঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জাননা বাবাজি,—বড় লোকের বৌ—বড়লোকের মেয়েরা মন্দিরে এলে পাণ্ডাদের কি ছোটখাটো লোকেদের বা গরীব গেরোস্তোর মেয়েছেলেদের দিকে নজর থাকে?

মধু। না,—না—রাওজি! আমি সকলকেই সমান যত্ন আয়িত্তি করি,—সকলকেই সমান চক্ষে দেখি,—তবে বুঝ্‌ছেন কিনা বাবা,—ওরই ভেতর একটু ইতরবিশেষ আছে বৈকি!

কেতন। পূর্ণা! তোমার মার সঙ্গে আজ রাত্রে এই মন্দিরেই থাক মা! বর্ষা থাম্‌লে—কাল বাড়ী যাব!

গৌরী। হ্যাঁগা—তুমি এই ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ থাক্‌বে?

কেতন। আমার জন্যে তোমায় অনর্থক চিন্তা কর্ত্তে হবেনা! আমার শরীরের ভালমন্দ আমি অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের চেয়ে অধিক বুঝি!

যাও—ভাট্‌জির সঙ্গে যাও! তোমাদের সেবাযত্নের কোন রকম ত্রুটী হবেনা! যাও ভাট্‌জি!

মধু। যে আজ্ঞে বাবাজি—এস মা—এস—

(গৌরী ও পূর্ণার ভাট্‌জির সহিত প্রস্থানের উদ্যোগ)

কেতন। আর এক কথা—শোনো গৃহিণী, শোনো পূর্ণা! কোন কারণেই তোমরা রাত্রে মন্দিরকক্ষ পরিত্যাগ করে—আমার কাছে এসোনা! আমি ডাক্‌লেও না, আমি মুমূর্ষু হয়ে পড়লেও না!

গৌ ও পূ। সে কি?

কেতন। অন্য কিছু নয়—আমার হুকুম! বুঝলে? যাও!

[গৌরী, পূর্ণা ও ভাট্‌জির প্রস্থান।

দিন। এইবার একটু সুস্থ হয়েছ কি বাবাজি?

কেতন। কেন? আমাকে দেখে কি অসুস্থ বোধ হয়?

দিন। অন্যের না হোক্—আমার একটু বোধ হয় বৈকি! "জহর চেনে জহুরী"!

কেতন। (চমকিত হইয়া) কি বোল্‌ছ? ফুলচাঁদ জহুরীর কথা?

দিন। কৈ—না। তার কথা তো এখন কইনি! তোমার আজ কেবলই তার কথা মনে পড়ছে—কেমন—না? তা-শুধু তোমার কেন বাবা—আমাদেরও সব মনে পড়ছে!

কেতন। কোন গতিকে এই বর্ষাটা বন্ধ করা যায়না? কোন—কোন উপায়ে? উঃ—কেবল মনে পড়ছে—কেবল মনে পড়ছে!

দিন। মানোয়ার পিয়ালাটা সুধাভাণ্ডসমেত হাজীর কর্ত্তে বোল্‌বো নাকি ? শরীরটা ভিজে পানফল্‌ হয়ে রয়েছে, একটু তাতিয়ে নিতে হবে তো ?

কেতন। হ্যাঁ—তাই নিয়ে এস—তাই নিয়ে এসো ! রাণার "সুহৈলিয়া বাড়ীতে"—যেটাকে তোমরা অপ্সরাকানন বল,—সেখানে সমস্ত দিন সুরাপান করে—ফাগোৎসবে মত্ত হয়ে খুব আনন্দ কচ্ছিলেম,—কোথা হতে এই কাল দুর্য্যোগ—এই বর্ষা নাব্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে রাজপুর-বাসিনীদের মধ্যে কে একজন ভীষণ শঙ্খধ্বনি করে উঠ্‌লো,—আর আমার সমস্ত আনন্দ যেন চকিতে কোথায় চলে গেল, নেশা ছুটে গেল ! আমি কি জানি, কেন আত্মহারা হয়ে কাকেও কিছু না ব'লে ঘোড়ায় চড়ে একেবারে মন্দির অভিমুখে বিদ্যুৎবেগে রওনা হলেম !

দিন। খোঁয়াড়ী ধরেছে বাবাজি—তা আমি অনেকক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি ! কেবল সাম্‌নে মাঠাক্‌রুণ ছিলেন, মেয়েটী ছিল,—নিচ্চে-কিচ্চে ভাট্‌জি ছিল, তাই বলি-বলি করেও বল্‌তে পাচ্ছিলুম না ! আমার ঐ ঘরেই পেয়ালাভাণ্ড আছে, এনে দিলুম ব'লে !

[দিনকরের প্রস্থান।

কেতন। তীব্র সুরাপানই এ ক্ষেত্রে একমাত্র বিধান ! উৎকট নেশায়—অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে থাক্‌তে পারি—তাহ'লেই শান্তি, তাহ'লেই আজ নিস্তার ! কি আশ্চর্য্য ! দেবতারা কি আমার সঙ্গে শত্রুতা কচ্ছেন ? সেদিনের এ দৃশ্য আবার দেখাবার কি উদ্দেশ্য তোমার নাথজী ?

(সুধাভাণ্ড ও পিয়ালা লইয়া দিনকরের প্রবেশ)

দিন। উদ্দেশ্য—তোমার সঙ্গে একটু রঙ্গ করা! আর কিছুই নয়! ভগবান নাথজী তোমায় যেমন ভালবাসেন—এত ভালবাস্‌তে আমি আর কা'কেও দেখিনি বাবাজি!

(জনৈক ভৃত্যের বিছানা লইয়া প্রবেশ)

পাত! ঐ দক্ষিণদিকের বেদীটায় বেশ ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে বিছানাটা পেতে দে!

কেতন। কেন? বিছানা কি হবে?

নিন। ঘরের ভেতর যাবে বাবাজি? তাই চল—তাই চল! আমি মনে কল্লুম—রোজ এই নাটমন্দিরে তুমি বিছানা কোরে যেমন বসে গল্প গুজব কর—

কেতন। আচ্ছা—তাই কর—বিছানা পাত! ঐথানেই সমস্ত রাত্রি যাপন কর্ব্ব! ঘরের ভেতর দারুণ গ্রীষ্ম—

দিন। তার ওপোর এই উষ্মরসের ভীষ্ম প্রকোপ! শেষ কি জান্‌লা দরজা ভাঙ্গবে? তা—পোষাকটা বদল কর্ব্বেনা? ভিজে কাপড়ে অসুখ কর্ব্বে যে—

কেতন। নাঃ—ভিজে কাপড় পরে আছি বলেই—দেহটা ঠাণ্ডা আছে—

(বিছানা পাতিয়া ভৃত্যের প্রস্থান)

দিন। বোসো বাবাজি—বিছানায় বোসো! আমি নাথজীর সেবায়েৎ স্থতরাং তোমারও সেবায়েৎ! ধর—

কেতন। ছি—ছি—ও কথা বোলোনা খুড়োঠাকুর? আমি নাথজীর দাস! (সুরাপান)

দিন। বাবাজি! খোদ কর্ত্তাকে তো কেউ তড়াক করে লাফিয়ে পায়না! আগে দাস,—অপদাস,-অনুদাস,—উপদাস,—প্রতিদাস ইত্যাদিদের তুষ্ট কল্লে—তবে না ওপোরওয়ালা কর্ত্তার মনস্তুষ্টি কর্ত্তে পারা যাবে? তুমি হ'লে নাথজীর পেয়ারের দাস!

কেতন। এসো খুড়ো—আমি তোমার সেবা করি!

দিনকর। না বাবাজি—আমি ছাপমারা দাগী সেবায়েৎ,—আমি পরের সেবা নিইনা! নিজের সেবা আমি নিজেই গ্রহণ করি! (সুরাপান)

কেতন। (সুরাপান) ভগবান নাথজী যথার্থই জাগ্রত!

দিন। একেবারে যাকে বলে—চার চোখ চেয়ে, পাঁচকাণ তুলে! তা নইলে,—পাঁচ বছর আগে তুমি কি ছিলে—বলনা বাবাজি! ঐ ওখানটায় কম্বল মুড়ী দিয়ে সুখা দাঁতে টিপে হাপুস্ নয়নে কেঁদে কেঁদে নাথজীকে কত ডেকেছ—কত দুঃখ কষ্ট জানিয়েছো বাবা,—মনে আছে তো? (সুরাপান ও কেতনকে সুরাদান)

কেতন। (সুরাপান) আজ তাঁরই কৃপায়—ভিলবারায় সামান্য ব্যবসা-দার হয়ে গিয়ে দুবছরের মধ্যে কত অর্থ উপার্জ্জন করে ফেল্লেম! ঠিক বলেছ খুড়োঠাকুর,—ভগবান নাথজী যথার্থই আমার দুঃখকান্না শুনেছিলেন!

দিন। কি রকম বাবাজি? শরীরটা একটু তাত্ছে কি?

(নেপথ্যে গীত)

কেতন। চুপ্ কর! কারা গাইছে! এদিকেই আস্‌ছে না?

দিন। হ্যাঁ—বারণ কর্ব্ব নাকি? কতকগুলো গেঁয়ো ছুঁড়ী;—ওরা হোলির দিন কি চুপ্ করে থাকতে পারে? বৃষ্টিই হোক্—বজ্রাঘাতই হোক্—মড়াই মরুক্—কি চ্যাংড়াই চিড়ুক,—দেশে একবার "হোলি হ্যায়" রব উঠ্‌লেই অম্‌নি মাগী ছুঁড়ী বুড়ী—সবাই মিলে চ্যাঁ-ভ্যাঁ সমস্ত রাত্রি কর্ব্বেই।

কেতন। আহা—না—কিছু বোলোনা—গান বেশ লাগ্‌ছে!

মিবার-বাসিনী গ্রাম্যস্ত্রীলোকগণের প্রবেশ

নৃত্যগীত

কান্‌হাইয়া সঙ্গে মধু মাতি।
আবীর গুলালে খেল হোরি।
চল সখী মিলি কুঞ্জধাম
সব মিলি হেরি মুরলিধারী॥
শ্যাম লাল, যমুনা লাল,
সব সখি লাল—লাল বিজুরি,
কুঙ্কুম লাল, আবীর লাল,
লালে লাল ভই—
মার পিচুকারি॥

[গীতান্তে প্রস্থান

(শয্যায় কেতনলাল নিদ্রিত)

দিন। বাবাজি! কাৎ হ'লে বাপ? তা হবে বইকি! ভাগুটী যে একেবারে "ভাণ্ডে—মা—ভবানী" করে ছেড়ে দিয়েছেন! বাবাজি! কিছু প্রসাদ এনে দোবো? আর প্রসাদ খাবে কে? জাগাব না বাবা! বড় লোকের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গালে শুধু মারেনা,—নাকে কামড়ে দেয়, বিশেষ যদি নেশাভাবাপন্ন থাকেন! রাত্রিও প্রায় দুপুর! বাবাজি! শুয়ে থাক বাবা,—রাতবিরেতে দয়া করে যেন ডেকো-ডুকোনা! আমি একটু শুয়ে শুয়ে মালা জপ করিগে!

[দিনকরের প্রস্থান।

জনৈক যাত্রী নাথজীর মন্দিরে দেবদর্শন করিয়া গাহিতে গাহিতে নাটমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

গীত

তুমি যদি সবের কর্ত্তা—তবে কেন এমন হয়?
কেউ হাসে কেউ কাঁদে কেন,—কেউ সুখে কেউ দুঃখে রয়?
আঁধার কেন আলোর কাছে,
সুমতি ফেরে কুমতি-পাছে?
পুণ্যপথ যে ধরে আছে—(সে) জীবনব্যাপী দুঃখ সয়!
পাপের শক্তি প্রখর অতি—(তার) প্রতাপ কেন বিশ্বময়?

নিয়তির অধীন যদি—
প্রাণীবর্গ নিরবধি,
কর্ম্মফলই প্রবল হেথা—বিধির বিধান যদি হয় ?
(তবে) পাপী-তাপীর মুক্তি কিসে ?
(কেন) নামটী তোমার দয়াময় ?

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

[অকস্মাৎ ঘুমের ঘোরে কেতনলাল শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। স্থিরদৃষ্টিতে প্রান্তর-দিকে কাহাকে যেন লক্ষ্য করিল। পরে ভূতল হইতে কল্পনায় যেন একটা বর্শা কুড়াইয়া লইয়া কাহাকে যেন সেই বর্শায় আঘাত করিতে উদ্যত হইয়া তাহার প্রতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরে অকস্মাৎ ভয়ার্ত্ত হইয়া—ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল]

কেতন। ওঃ—ওঃ—আবার—আবার—সেই—সেই শঙ্খধ্বনি! সেই শঙ্খধ্বনি! একসঙ্গে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি! রক্ষা কর—রক্ষা কর! (কেতনলাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল)

গৌরী, পূর্ণা, দিনকর, মধুভট্ট প্রভৃতির প্রবেশ।

সকলে। কি হ'ল—কি হ'ল! রাওজি—রাওজি!

পূর্ণা। বাবা—বাবা!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপথ

নাগরিকাগণের গীত

ঘুরি ফিরি খুঁজি কারে বনে বনে।
তারে, চিনিনে জানিনে, কভু রূপ দেখিনে,
কেমন যে সে, ব'লে দেবে কে,
লুকাইয়ে আছে বুঝি মনের কোণে ॥
কোকিলের কুহুরবে শুনি তার স্বর,
প্রেম-নিকুঞ্জে বেঁধেছে সে ঘর ;
তার ফুল-সঙ্গিনী, বধূ ফুল-রাণী,
(সে) মরমের কথা কয় মলয়-সনে ॥
সে, নবীন পল্লবে, সাজিয়া গৌরবে,
কুসুম-সৌরভ বিলা'য়ে যায় ;
পাপিয়ার তানে আকুল পরাণে,
দিগন্ত কাঁপায়ে পিউ-পিউ গায় ;
ভাবি বুঝি এল কাছে,
এই ফেরে পাছে পাছে,
ধরিতে চাহিলে যায় মিলাইয়ে স্বপনে ॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কেতনলালের বাটীর সুসজ্জিত কক্ষ। পশ্চাদ্ভাগে পুষ্পলতাবৃক্ষাদি শোভিত প্রাঙ্গণ। অদূরে প্রাঙ্গণ-সীমান্তে সিংহদ্বার। তৎ-পশ্চাদ্ভাগে রাজপথ। কক্ষমধ্যে এক পার্শ্বে পালঙ্ক। চারিধারে মখমলাবৃত কাষ্ঠাসন। প্রাতঃকাল। কেতনলাল শয্যায় অর্দ্ধশায়িত। বৈদ্যরাজ ও গৌরী কথোপকথনে নিযুক্ত]

বৈদ্য। (কেতনলালের প্রতি) এখন বেশ সুস্থই বোধ কচ্ছেন! কি বলেন রাওজি ?

কেতন। হ্যাঁ—বেশ ভালই আছি—মনে হচ্ছে।

বৈদ্য। থাক্‌তেই হবে,—না থেকে যান্ কোথায় ? কি রকম মোক্ষরসায়ন প্রয়োগ করেছি! এখন মাথার যন্ত্রণা আর আছে কি ?

কেতন। না।

বৈদ্য। থাক্‌বেই না। সে তো জানা কথা! কি রকম সমুদ্রমন্থন নস্য নাসিকাগহ্বরে নিমজ্জিত করেছি! ব্যথা তো ব্যথা, মাথার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব হবেনা! আচ্ছা,—কর্ণে বিকটধ্বনি আর শ্রবণ কচ্ছেন কি ?

কেতন। আপনাকে বল্লুম যে, আমি এখন খুব সুস্থ হয়েছি,—এতেও কি আপনার প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পাবনা ?

গৌরী। বৈদ্যরাজ! কাল থেকে রাওজি সব উৎকট স্বপ্ন দেখ্‌ছেন! নিদ্রাবস্থায় উনি কি সব কথা বলেন, আর কাকেই বা বলেন,—

কিছুই বুঝতে পারা যায়না! তৃষ্ণাও ইদানীং এত বেড়েছে—তা আর আপনাকে কি বল্‌ব? সে সময় গাত্রের উত্তাপও প্রবল থাকে!

কেতন। ও কথা কেন বল্‌ছ গৌরী? এই মিবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; এখানে রাত্রিকালে যদি তৃষ্ণাধিক্য হয়,—সে কি তোমাদের মতে একটা বিশেষ রোগের লক্ষণ?

বৈদ্য। নিশ্চয়ই নয়। তবে কি জানেন—রাওজি—সত্য কথা ব'ল্‌তে কি,—বারি এবং নারীকে অধিক প্রশ্রয় দেওয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ! উভয়ে যদি বক্ষে কোনক্রমে একবার দৃঢ়ভাবে আসন গ্রহণ করে,—তা' হ'লে প্রতিক্ষণেই দম্‌ বন্ধ হবার সম্ভাবনা!

কেতন। আপনার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কথা শুনে আমার কোন লাভ নাই! আমার রোগের কারণ কিছু নির্ণয় কর্ত্তে পাল্লেন?

বৈদ্য। (নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে) আপনার ঘাতিকা নাড়ী বলে কি জানেন,—আপনি অত্যধিক সুরাপানে অভ্যস্ত! গত রাত্রে আপনার ভীষণ অসুস্থতার কারণই হচ্ছে—উন্মাদকারিণী, তাণ্ডবনৃত্যপটিয়সী, বর্ব্বরোচিতহস্তপদসঞ্চালনী, জগৎব্রহ্মাণ্ডঘূর্ণায়মানিনী, রক্তশ্বেতবরণী ঐ রাক্ষসী সুরাধনী!

কেতন। বৈদ্যরাজ! সুরাপানে আমি যৌবন হতেই অভ্যস্ত! কিন্তু কাল রাত্রের অসুস্থতার কারণ যে সুরা,—তা আমি স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত নই!

বৈদ্য। যৌবনে আপনার বকাসুরের মত তেজ ও শক্তি সুরাকে অতি অবহেলে পরাজিত কর্ত্তে সক্ষম হ'ত,—কিন্তু এখন এই প্রৌঢ়ে বা

বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে সুরার অপ্রতিহত শক্তি যে আপনাকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি কর্ত্তে না দিয়ে শয্যায় নিপাতিত করে পরামুক্তি প্রদান কর্ত্তে সম্পূর্ণ সক্ষম, এ কথা আপনি অস্বীকার কর্ব্বেন কিরূপে? উপরন্তু, গত কল্য সমস্ত দিবারাত্র আপনি বারিসিক্ত পরিচ্ছদে রিক্ত উদরে অতিরিক্ত মদ্যপানে যাপন করেছেন,—এতে আপনার দেহ ভীষণ শ্লেষ্মাভিষিক্ত হয়েছে,—এ কথা আমি অতি নির্লিপ্তভাবেই ব্যক্ত কর্চ্ছি!

কেতন। এ কথা সত্য বলেছেন বৈদ্যরাজ! কিন্তু জান কি গৌরী—আমার এই বৃষ্টির জলে সিক্ত হওয়ার কারণ কি? সেই—সেই—ফুলচাঁদ জহুরীর ঘটনা! উঃ—সে কি বিভীষিকা!

বৈদ্য। আরে কি প্রহেলিকা! কোথাকার কে ফুলচাঁদ জহুরী, কবে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে—রাত্রিকালে কোথায় হত্যা হ'ল—কি না হ'ল,—তার জন্য আপনি বিভীষিকা দেখেন কেন?

গৌরী। সেই কথা আমরাও ওঁকে বার বার বলি বৈদ্যরাজ—কেন উনি যখন-তখন ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যার কথা ভাবেন? ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যার সঙ্গে ওঁর চিন্তার সম্বন্ধ কি?

কেতন। কি সম্বন্ধ? কি সম্বন্ধ? তুমি মূর্খ রমণী—তুমি কি বুঝবে? তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়তে—তাহ'লে বুঝ্‌তে—তার হত্যা-কাণ্ড স্মরণ করে আমার মত প্রতিপদে বিভীষিকা দেখ্‌তে হয় কিনা! ওঃ—কেন সে হতভাগ্য নাথজী দর্শন কর্ত্তে এ মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছিল? কেন সেই দোলপূর্ণিমার রাত্রে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল? মূর্খ ফুলচাঁদ—যদিই বা এসে মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল,

কেন সেই দুর্য্যোগে একা বহুমূল্য হীরে জহরৎ মোহর অলঙ্কার নিয়ে মন্দির ত্যাগ করে পথে বেরিয়েছিল ?

বৈদ্য। হত্যাকার্য্যটা কি আপনার সম্মুখেই সম্পন্ন হয়েছিল ?

কেতন। বৈদ্যরাজ ! তুমি মূর্খ,—তুমি নির্ব্বোধ,—তুমি অজ্ঞান,—তাই তুমি এমন প্রশ্ন কল্লে ? আমার সম্মুখে হত্যা হবে ? এ কথনো সম্ভব হ'তে পারে ? আমি এ হত্যার বিষয় কিছু জানি ? যে রাত্রে ফুলচাঁদ নিহত হয়—ঠিক তার পরদিন প্রভাতে কোতোয়ালির লোকজন তার রক্তমাখা পায়জামা, চাপ্‌কান আর পাগড়ীটা আমার সাম্‌নে এনেছিল ! আমি তাই দেখেই ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম ! দুঃখে ক্ষোভে অনুতাপে আমার প্রাণ যেন ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল !

বৈদ্য। আহা—সরল প্রাণ কিনা ! খুন-খারাবিতে দুঃখ হবেই তো !

কেতন। দুঃখ হবেনা ? বেচারী এই মন্দিরে আমার কাছেই প্রথমে এসে উপস্থিত হয়েছিল ! আমি নিজহস্তে তাকে কত যত্ন,—তার কত সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেম,—তার আহারাদির—তার শয়নের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেম ! উঃ—কুক্ষণে সে এখানে এসেছিল—কুক্ষণে সে রাত্রে এই মন্দির ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল !

বৈদ্য। তা গিয়েছিল—গিয়েছিল ! হত্যাটা না হ'লেই পার্ত্ত ! অতটা সেবা-যত্ন আপনার, তার ধাতে সইল না ! তা হত্যা হবার সময় আপনাকে কিছু বলে কয়ে গেল ?

কেতন। আবার আপনি মূর্খের মতন কথা কইছেন ? আমি কি তার হত্যা দেখেছি ? আমি কি হত্যা সম্বন্ধে কিছু জানি ? প্রায় কোটী

টাকার জহরৎ তার কাছে ছিল ; পাছে মন্দিরের অভ্যন্তরে কেউ লুণ্ঠন করে, সেই ভয়ে সেই মুর্খ জহুরী কাকেও কিছু না বলে—চুপি চুপি মন্দির ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল!

বৈদ্য। *বেচারী জান্‌তো না—যে, যতই গোপনে চলে যাবার চেষ্টা করুক—হত্যাকারীও গোপনে ঠিক ওৎ করে বাগিয়ে বসে আছে!*

কেতন। না—তা নিশ্চয়ই জান্‌তোনা! জান্‌লে কখনই সে অবস্থায় পথে বেরোতো না! উঃ—কি বল্‌ব বৈদ্যরাজ! তার জন্যে আমার প্রাণে কি উৎকট যন্ত্রণা হচ্ছে! তার হত্যাসংবাদ শুনেই—আমি আর এ দেশে রইলেম না! তার পরদিনেই ভীলবারায় চলে গেলেম! তারপর তিন বৎসর আর দেশে ফিরে আসিনি! সেইখানেই একটা সামান্য রকম ব্যবসা বাণিজ্য করে—মনকে নিযুক্ত রাখ্‌লেম,—এ হত্যার কথা ভুল্‌তে চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌লেম্। কাজে কর্ম্মে মন নিবিষ্ট রেখে,—সত্য কথা বল্‌তে কি,—এ দুর্ঘটনার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেম। দেশে ফিরে এসে—এতদিন বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেম ; কিন্তু—এমনি দুরদৃষ্ট—পাঁচ বৎসর পরে—সেদিন—সেই দোলপূর্ণিমার দিন—হঠাৎ কি জানি কেন,—সেই হত্যাবিভীষিকা আবার যেন চখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল! আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল—আমি যেন উন্মাদ হয়ে পড়লেম।

বৈদ্য। বায়ু—বায়ু—সবই বায়ুর প্রকোপ! ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম্,—এদের প্রকোপ নিবারণের জন্যেই তো আয়ুর্ব্বেদের জন্ম! ওর জন্য কিছু চিন্তা কর্ব্বেন না! বটিকাগুলি মনঃসংযোগ করে গলাধঃকরণ কর্ব্বেন, উপযুক্ত দর্শনী দিয়ে আমাকে যখন-তখন আহ্বান

কর্ব্বেন! শুধু ভৌতিক বিভীষিকা দর্শন কি,—আমি সর্ষপ বটিকায় আপনার ভূতের নাসিকা পর্য্যন্তও কর্ত্তন করে দিতে পারি—তা জান্‌বেন!

কেতন। ভূতপ্রেত আছে—বৈদ্যরাজ—যথার্থই পৃথিবীতে ভূতপ্রেত বিচরণ করে! আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি—

বৈদ্য। আমার ভূতমঙ্গল বটিকা যতক্ষণ উদরে ক্রিয়া কর্ত্তে থাকবে, ততক্ষণ ভূতপ্রেতের পিতৃপিতামহ পর্য্যন্ত আপনার কিছু কর্ত্তে পার্ব্বেনা!

কেতন। যাক্—ও প্রসঙ্গে কাজ নাই! গৃহিণী! কুল-পুরোহিতকে সংবাদ দিয়েছ?

গৌরী। তা দিয়েছি। কিন্তু—তুমি একটু সুস্থ না হ'লে কি ক'রে মেয়ের বিবাহ হবে?

কেতন। আমি খুব সুস্থ হয়েছি! এর অধিক সুস্থ হবার আশা আমি করিনা,—তোমরাও কোরোনা! আজ অতি উত্তম দিন, যেমন করে হোক্—পূর্ণার বিবাহ আজ দিতেই হবে। আমার মতন শারীরিক মানসিক অবস্থা যার, আমার মতন এই রকম দুর্ব্বল অসুস্থ দেহ যার, —আমার মতন যে কথায় কথায় অকস্মাৎ ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুপথে গিয়ে পড়ে,—তার জীবনে কোন বিশ্বাস আছে? স্থির জেনো গৌরী,—বৈদ্যরাজ যত ঔষধই সেবন করান, যাই বলুন,—যত আশ্বাসই দিন, কালকের মতন সেই বিভীষিকাব্যাধি আবার যদি আমায় আক্রমণ করে—আমি কিছুতেই বাঁচ্‌বোনা!

বৈদ্য। আপনি বাঁচ্‌তে না পারেন,—কিন্তু আমার ঔষধের যে খুব

কার্য্যকরী ক্ষমতা আছে, একথা আমি প্রাণ থাক্‌তে অস্বীকার কর্ব্বনা! আর আপনিও স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য!

গৌরী। যে রোগ একবার হয়, সেই রোগ যে আবার হবে—তারই বা নিশ্চয়তা কি? এ তোমার মনের ভ্রম!

বৈদ্য। সহস্রবার! প্রাণবায়ু যখন বহির্গত হবার—তখন কোন না কোন অনির্দ্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তা বিনির্গত হবেই,—তা ব'লে ঔষধ সেবনে বিরত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ! আর সেই সঙ্গে বৈদ্যরাজের বটিকানিন্দা করাও মহাপাপ।

কেতন। গৌরী! তোমার উদ্দেশ্য কি—আমি কন্যার বিবাহ না দেখেই মরি? সুরাপান করার জন্যই হোক্,—বৃষ্টিতে ভিজেই হোক্, বা জহুরীর হত্যাবিভীষিকা কল্পনা করেই হোক্,—অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে ইহলীলা সম্বরণ কর্ত্তে হবে! তাহ'লে আমি কন্যার বিবাহ না দিয়ে মরি,—যথার্থই এই তোমার অভিপ্রেত?

বৈদ্য। আপনি এখনই মরুন,—তাতে গৃহিণী ঠাক্‌রুণের বোধ হয় কোন আপত্তি নাই;—তবে বিবাহ উৎসবে—শবদাহ কর্ব্বার ব্যবস্থা বড় সুবিধাজনক নয়! সকলেই বিবাহবাসরে আনন্দমগ্ন হয়ে থাক্‌বেন,—শবদাহের অবসর কোথায়?

কেতন। বৈদ্যরাজ! আপনি এখন এস্থান পরিত্যাগ করুন।

বৈদ্য। তথাস্তু। (গৌরীর প্রতি জনান্তিকে) অবস্থা রাওজির বিশেষ আশাপ্রদ বুঝছিনা—গৃহিণী ঠাক্‌রুণ! সুতরাং ওঁর শেষ অনুরোধ রক্ষা করা সাধ্বী পত্নীর এবং সাধু বৈদ্যরাজের অবশ্য কর্ত্তব্য।

গৌরী। বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ করা হয়েছে! কেবল অজিৎসিংহের জন্য অপেক্ষা কচ্ছি!

বৈদ্য। আরে—সিংহ ব্যাঘ্রের অপেক্ষায় কোন প্রয়োজন নাই,—আপনি নিদেন একটী শৃগাল দিয়ে সত্বর কার্য্যসমাধা করুন।

[বৈদ্যরাজের প্রস্থান।

কেতন। পাপ বৈদ্যরাজ বিদায় হ'ল? ডাকো—একবার পূর্ণাকে ডাকো!

গৌরী। পূর্ণা—পূর্ণা!

নেপথ্যে পূর্ণা। "যাই-মা!")

কেতন। থাক্—থাক্—ব্যস্ত হবার প্রয়োজন কি? মা আমার মন্দিরে যাবার জন্য সাজসজ্জা কচ্ছেন!

গৌরী। অজিৎ কি মন্দিরে যাবেনা?

কেতন। বুঝতে পাচ্ছিনা—কেন অজিৎ এখনও আস্ছেনা! বোধ হয় কোনও বিশেষ কাজে পড়েছে! কোটালের কার্য্য! অবসর কোথায়? অবসর কোথায়? এখানে আস্তে আস্তে—হয়তো কোন দস্যু তস্করের সন্ধানে এখুনিই যেতে হয়েছে,—চলে গেছে,—সংবাদ দেবার অবসর পায়নি!

গৌরী। বিবাহ হয়ে গেলে—আমি বিশেষ অনুরোধ কর্ব্ব,—এ কাজ যেন সে না করে!

কেতন। নিশ্চয়ই কর্ব্বেনা। সেই জন্যই তো আমার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিচ্ছি! কেন কর্ব্বে? কেন কর্ব্বে? যথেষ্ট অর্থ পেলে—কি দুঃখে এই হীন কোটালের কার্য্য সে কর্ত্তে যাবে? সে যদি কোটালেরই কার্য্য কর্ব্বে,—তবে তার সঙ্গে আমার মেয়ের

বিবাহ দোবো কেন? কোটীপতি—সামন্ত—কেতনলাল রাওজির কন্যা পূর্ণা—

(পূর্ণার সুসজ্জিতা হইয়া প্রবেশ)

পূর্ণা। ডাক্‌ছ বাবা?

কেতন। তোকে ডাক্‌ব না মা? তোকে তো দিনরাতই ডাক্‌ছি! তুই ভিন্ন সংসারে আমার কে আছে? তুই ভিন্ন আর আমার কিসের বন্ধন আছে? আহা—মা—আজ যেন সত্যই তুই ভুবনমোহিনী সাজে সেজেছিস্!

পূর্ণা। বাবা! এই দেখ—তোমার কথায় সেই হীরের হারছড়াটা পরেছি!

কেতন। বেশ করেছ মা! আজ তোমার বিবাহ,—আজ প'র্ব্বে না তো কবে প'র্ব্বে? তোমার কোনও সাধ তো আমি অপূর্ণ রাখ্‌বনা পূর্ণা? তোমার সাধ—তোমার বাসনা—অজিৎকে বিবাহ করা,—তাই জেনেই তো—কত খোসামোদ করে অজিৎকে—

গৌরী। তাহ'লে এখানে আর অপেক্ষা করে লাভ কি? পুরোহিত এসেছেন,—আত্মকুটুম্বরা সকলে উপস্থিত হয়েছেন,—আমরা মেয়েকে নিয়ে মন্দিরে ঠাকুরপ্রণামটা করে আসিনা! বিবাহ তো মন্দিরে হবেনা,—তবে অজিতের জন্য আমরা অপেক্ষা করি কেন?

কেতন। যাওনা—এখুনিই মেয়েকে নিয়ে যাওনা! তোমরাই তো বিলম্ব ক'চ্ছো! অজিৎ তো তোমাদের সঙ্গে মন্দিরে যাবেনা! বিবাহের

পূর্ব্বে বর-কনের একত্রে তো কোন স্থানে যেতে নেই! সে কথা কি তুমি জাননা?

গৌরী। আয় পূর্ণা!

(গৌরী ও পূর্ণার প্রস্থানোদ্যোগ)

কেতন। শোনো গৃহিণী—একটা কথা—চুপি চুপি! আত্মীয়-স্বজন কি এর মধ্যে খুব বেশী নিমন্ত্রণ করেছ?

গৌরী। খুব বেশী আত্মীয় আমাদের আছে কে? তবে—প্রতিবাসীরা নিমন্ত্রণের তো অপেক্ষা রাখেনা,—পূর্ণার বিবাহ শুনেই সকলে মেয়েছেলে নিয়ে আনন্দ কর্ত্তে এসেছে!

কেতন। তা আসুক্—তা আসুক্! তবে আমার শরীর অসুস্থ বলে তেমন সমারোহ কর্ত্তে পার্ব্বনা,—সেইজন্য বল্‌ছিলেম—বেশী গণ্ডগোল না হয়!

পূর্ণা। বাবা! আমার খেলার সঙ্গিনীরা সবাই এসেছে। আমি তাদের নিমন্ত্রণ করেছি!

কেতন। বেশ করেছ মা—বেশ করেছ! তুমি যা কর্ব্বে—তাতে আর আমার আপত্তি কি? বেশ করেছ! যাও—মন্দিরে গিয়ে নাথজীকে প্রণাম করে এসো—তারপর গুরুজনদের প্রণাম কোরো মা!

(পূর্ণাকে বাহুপাশে বেষ্টন ও শিরশ্চুম্বন)

গৌরী। চল্ পূর্ণা—আবার এখুনি ফিরতে হবে—

[পূর্ণা ও গৌরীর প্রস্থান।

(পশ্চাদ্দিকে—প্রাঙ্গণপথ দিয়া, পুরুষ, স্ত্রী, বালিকাগণ, পূর্ণা, গৌরী,
সুসজ্জিতা হইয়া—সিংহদ্বার দিয়া রাজপথে গমন করিল।
গবাক্ষে দাঁড়াইয়া কেতনলাল তাহাদের
দেখিতে লাগিলেন)

কেতন। যাক্—এইবার বোধ হয় নিশ্চিন্ত হব! বিবাহটা দিয়ে দিতে পাল্লেই—সকল দিকেই নিশ্চিন্ত! দারুণ দুর্ভাবনার হাত থেকে জন্মের মত নিষ্কৃতি পাব! এত অর্থ—এমন মনের মত স্ত্রী পেলে—অজিৎ আমারই অনুগত হয়ে থাক্‌বে! আর কি সে কোটাল সেজে ফুলচাঁদের হত্যাকারীর সন্ধান কর্ত্তে ফির্ব্বে? কিন্তু—এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করে—যে, ফুলচাঁদের হত্যাকাহিনী আমার এই মস্তিষ্ক-বিকৃতির মুখ্য কারণ? না—কখনই না! এ দেশের লোক-গুলো এত বুদ্ধিমান কখনই নয়,—এ দেশে এতকাল বাস করে আমি তা বেশ জেনেছি! সবাই বলে,—গৃহিণীও বলেন,—নিদ্রিত হলেই আমি অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকি! প্রলাপ? কি প্রলাপ? কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা! উঃ—নিদ্রায় স্বপ্নের কি বিভীষিকা! সে কি বিভীষিকা! এই স্বপ্নের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়না? সেই জন্য একা শয়ন কর্ত্তে হবে! কা'কেও কাছে থাক্‌তে দোবো না! কা'কেও না! দ্বার—গবাক্ষ—সমস্ত বন্ধ করে রাখ্‌বো! স্বপ্নে বিকট চীৎকার কল্লেও—যাতে সে চীৎকার কেউ শুন্‌তে না পায়—আজ থেকে তার বিশেষ রকম বন্দোবস্ত কর্ত্তেই হবে! স্বপ্নে প্রলাপবাক্য কেউ না শুন্‌তে পায়! লোকে কথায় বলে—

"দেয়ালের কাণ আছে"! আছে নাকি? আছে নাকি? উঃ—তাহ'লে উপায়? কি উপায়? ছি—ছি—কেতনলাল! সত্যই কি তুমি উন্মাদ হ'লে? দেয়ালের কাণ আছে? দেয়াল কথা কয়? হা—হা—হা—হা—হা! (সিন্ধুক খুলিয়া মোহরের থলি বাহির করণ) এই লক্ষ স্বুবর্ণমুদ্রা,—পূর্ণার বিবাহের যৌতুক! অজিৎ তুষ্ট হবেনা? নিশ্চয়ই হবে! তার সঙ্গে এক লক্ষ আশরফী দিয়ে বরকনেকে আশীর্ব্বাদ,—পাঁচলক্ষ টাকার অলঙ্কার,—নাথদ্বারে "বিরামকুঞ্জ" নামে আমার সখের উদ্যানবাটী,—ভীলবারায় একখানি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা! এ সব পেলেও কি অজিৎ কোটালের কার্য্য কর্ব্বে? না—না—অসম্ভব! তা সে কখনই কর্ত্তে পার্ব্বেনা! (থলি হইতে কতকগুলি স্বুবর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া) কি মধুর ধ্বনি। এই মোহর—সে রাত্রে যখন থলের ভিতর থেকে স্বুমধুরস্বরে আমায় ডেকেছিল!—এ মোহর কার? আমার—আমার—আমার! নাথজীর কৃপায়—আমি এ ধন-দৌলত নিজে—স্বহস্তে অর্জ্জন করেছি! এই ধন-দৌলৎ—এই হীরে জহরৎ—এই অসংখ্য স্বুবর্ণমুদ্রারাশি যদি না উপার্জ্জন হ'ত,—তাহ'লে—কোথায় আমার সামন্তগিরি থাকতো? দীনদরিদ্র কেতনলাল আজ পৃথিবীর কোথায় এককোণে—সমুদ্রের উপকূলে অতি নগণ্য এক বালুকণার মত পড়ে থাক্‌তো,—সংসারের প্রবল ঝটিকায়—কোথায় উড়ে গিয়ে পোড়তো—কে তার সংবাদ নিত? কিন্তু—আহা—অভাগিনী গৌরী—আমার সহধর্ম্মিণী গৌরী,—সে যদি জান্‌তো,—সে যদি শুন্‌তো যে, আমি—

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

কেতন। কে? কে? কে শঙ্খধ্বনি করে? সময় নেই—অসময় নেই—কে শাঁখ বাজায়?—জগমল!

(ভৃত্য জগমলের প্রবেশ)

কেতন। পূজাগৃহে কেউ আছে?

জগ। জনপ্রাণী নেই! সবাই মন্দিরে গেছেন!

কেতন। তবে শঙ্খধ্বনি করে কে?

জগ। কোথায় শঙ্খধ্বনি প্রভু?

কেতন। শুন্‌তে পাচ্ছ না?

জগ। আজ্ঞে না। (শঙ্খধ্বনি থামিল)

কেতন। (স্বগত) আশ্চর্য্য তো। তবে কি আমারই ভ্রম? (প্রকাশ্যে) তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

জগ। উঠোনে বসে গল্প শুন্‌ছিলুম?

কেতন। গল্প শুন্‌ছিলে? কিসের? ভূতের?

জগ। আজ্ঞে না প্রভু—ভূতের নয়—ডাকাতের গল্প শুন্‌ছিলেম। আমার পিসেমশায়ের সম্বন্ধী অনেকদিন পরে এয়েছেন কিনা—

কেতন। তোমার পিসেমশায়ের সম্বন্ধী? তোমার কে হয়?

জগ। আজ্ঞে—আমার আপন সহোদর খুড়ো!

কেতন। তোমার সহোদর খুড়ো?

জগ। আজ্ঞে—আমার আপন বাপের—আপনার মায়ের পেটের ভাই! আমার খুড়ো হ'লনা প্রভু?

কেতন। খুড়োর পরিচয় দিলে কিনা—পিসেমশায়ের সম্বন্ধী বলে? এমন গর্দ্দভ তুমি?

জগ। আজ্ঞে—সম্পর্কটা চট্ করে বুঝতে পার্ব্বেন ব'লে! তা—খুড়ো আমার কোতোয়ালীতে পাহারোলার কাজ করে কিনা! পাহারা দিতে বেরিয়েই এইখানে আপনার উঠোনে সমস্ত দিন সুখোটুখো খেয়ে পাঁচজনকে নিয়ে কত মজার মজাব গল্প করে! রাস্তায় পাহারা দেবার বড় ফুরসৎ হয়না!

কেতন। বুঝেছি—খুব কাজের লোক! খুড়ো কি গল্প কচ্ছিল?

জগ। আজ্ঞে খুড়োর আপন বাপের এক পৌত্তুর—

কেতন। এমন উদ্ভট সম্পর্কও তো কখনো শুনিনি! খুড়োর বাপের পৌত্র—তোমার কেউ হয়না কি?

জগ। আজ্ঞে প্রভু—আমার পেটের সন্তানের সহোদর জ্যাটামশাই!

কেতন। উচ্ছন্ন যাক্! কি গল্প কচ্ছিল—শিগ্গীর বল্!

জগ। আজ্ঞে—তিনি আমার মার পেটের বড়দাদা কিনা,—তিনি কোতোয়ালিতে খুব বড় কাজ করেন কিনা! তিনিই গল্প কল্লেন যে—বিশ বছর আগে উদয়সাগরের তীরে—একজন পথিককে খুন করে—একদল ডাকাত তার যথাসর্ব্বস্ব লুট করে পালিয়ে গিয়েছিল!

কেতন। তার পর? সে ডাকাতির কোন সন্ধান হল?

জগ। আজ্ঞে—হবেনা?—আমার পিসেমশায়ের সম্বন্ধী—না—না—আমার খুড়ো গল্প কল্লেন—যে, তাঁর বাপের পৌত্তুর- না—না,—আমার পেটের সন্তানের জ্যাটামশাই,—দূর হোক্গে,—ঐ আমার

বড়দাদা,—বিশবছর বাদে সে ডাকাতের দলকে দল গ্রেপ্তার করে রাণার কাছে দুশো আশরফী বখশিস্ পেয়েছিলেন !

কেতন। বিশবছর পরে গ্রেপ্তার কল্লে ? কেমন করে ?

জগ। আজ্ঞে প্রভু—মাথার কেরামতি—আর কিছুই নয় ! এতকাল কত লোকে কত তদন্ত কল্লে,—কিন্তু আমার পেটের সন্তানের জ্যাটা—না—না—আমার বড়দাদা—সেদিন ভুনুয়া ভীলের চালের বাতায় একটা ভোঁতা তলোয়ার গোঁজা আছে দেখে—যেই সেটাকে টেনে বার কল্লে,—ভুনুয়া ব্যাটা অম্‌নি থতমত খেয়ে সব কথা প্রকাশ করে ফেল্লে ! ব্যস্—একেবারে সুড়সুড় করে দলকে দল গ্রেপ্তার !

কেতন। মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা ! অসম্ভব—গল্পকথা ! এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় ! যাও তুমি—তোমার নিজের কাজে যাও ! এ সমস্ত মিথ্যা গল্পে কর্ণপাত কোরোনা !

জগ। যে আজ্ঞে—প্রভু ! ভূতের গল্প শুন্‌বো কি ?

কেতন। দূর হও ! (জগমলের প্রস্থান) বিশ বছর পরে সত্যসত্যই গ্রেপ্তার হল ? একটা ভোঁতা তরোয়াল—কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়েছিল,—এই সুদীর্ঘ বিশ বছর পরে—হত্যাকারীদের ধরিয়ে দেবার জন্য ? এ তরোয়ালখানার অস্তিত্ব লোপ করে দিতে বুদ্ধি হলনা ? না—না ! আমার এতে ভাববার কোন কারণ নেই ! ভয় কর্ব্বার কিছুই নেই ! আমি—আমি—কিছুই—কিছুই—নাঃ—আবার সেই কথা ! কে আস্‌ছে ? কে অলক্ষ্যে আমার কথা শুন্‌ছে ? আমার গতিবিধি লক্ষ্য কচ্ছে ? কে ?—কে ?—আঃ—বাঁচ্‌লুম—অজিৎ এসেছে—অজিৎ এসেছে—

(অজিৎসিংহের প্রবেশ)

কেতন। এস—এস অজিৎ! এতক্ষণ তোমার জন্য অস্থির হয়েছিলেম! তুমি এত দেরী কল্লে? জান—আমি বড় অসুস্থ!

অজিৎ। কিছু মনে কর্ব্বেন না রাওজি—বিশেষ কার্য্যবশতঃ বিলম্ব হয়ে গেছে! আপনি এখন কেমন আছেন?

কেতন। আমি? আমি বেশ আছি! কোন দুর্ভাবনা নাই—কোনও দুশ্চিন্তা নাই,—প্রাণ আমার সদাই প্রফুল্ল! এবার আরও অধিক প্রফুল্ল,—কারণ, তুমি আমার জামাতা হবে! এই দেখ—এই দেখ বৎস—তোমার বিবাহের যৌতুক গণনা করে নিয়ে বসে আছি! জানতো,—আজই বিবাহ দোবো!

অজিৎ। আমার কোনও আপত্তি নেই রায়জি! আপনি ধনবান সামন্তপ্রধান। আপনার কন্যার বিবাহ আপনি যে ভাবে ইচ্ছা—যখন ইচ্ছা দিতে পারেন!

কেতন। তোমাদের গান্ধর্ব্ববিবাহ হোক্—এই আমার ইচ্ছা অজিৎ! অনর্থক একটা লোকদেখানো সমারোহ ব্যাপার করে—কতকগুলো অর্থব্যয় করা আমি ভাল বিবেচনা করিনা! আমার আনন্দ—তোমার সঙ্গে পূর্ণার বিবাহ দিয়ে,—আর তোমার আনন্দ তুমি যাকে ভালবাস—সেই পূর্ণাকে বিবাহ করে! এই মিলনই মহানন্দের বিষয়! সমারোহ,—লোকজনের কোলাহল, জলস্রোতের মত অর্থব্যয়, এতে লাভই বা কি—আনন্দই বা কি? উঃ—কি বোল্‌বো অজিৎ,—কত—কত কষ্টে—কত পরিশ্রম করে,—

কি রকম অবস্থায় এই বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেছি! সবই তোমাদের জন্য—তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য! নইলে—আমার আর কি সাধ আছে? কিছুই না!

অজিৎ। আপনি সদুপায়ে বিপুল পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করেছেন,—আপনার উপার্জ্জিত অর্থ সৎকার্য্যেই ব্যয় হ'চ্ছে—এবং আশা করি ভবিষ্যতে সেইরূপেই ব্যয় হবে,—রাওজি।

কেতন। ভবিষ্যতের ভার সম্পূর্ণ তোমারই উপর নির্ভর! অজিৎ! আর তো তোমার মনে কোনও রাগ—দুঃখ—ক্ষোভ নেই? তুমি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলে—অক্ষরে অক্ষরে তাই মিলিয়ে পেয়েছ? আমি নিজে উপযাচক হয়ে তোমাকে কন্যা সম্প্রদান কচ্ছি! কেমন?

অজিৎ। আপনার দয়া!

কেতন। দয়া কি? এ বিবাহ দেওয়া ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই! নইলে—আমি—আমি—আমি কিছুতেই সুস্থির হতে পার্ত্তুম না!

অজিৎ। আপনি চিরদিন আমায় পুত্রের মত ভালবাসেন—তা আমি জানি রাওজি!

কেতন। যাক্—সে কথা! তোমার আস্তে এত দেরী হ'ল কেন? পূর্ণাকে নিয়ে—আমার স্ত্রী,—আত্মীয় লোকজন সকলে নাথজীর মন্দিরে ঠাকুর-প্রণাম কর্ত্তে গেছেন! তুমি কি মন্দিরে গিয়েছিলে নাকি?

অজিৎ। না। আমি অন্য একটা কাজে এত নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেম—যে, কিছুতেই সেটা পরিত্যাগ করে আস্তে পাচ্ছিলেম না!

কেতন। এমন কি কাজ অজিৎ—যে, পূর্ণার সঙ্গে আজ তোমার বিবাহ,—তা উপেক্ষা করে সেই কাজে নিবিষ্ট হয়েছিলে ?

অজিৎ। আমি আজ দ্বিপ্রহরে ফুলচাঁদ জহুরীর হত্যার তদন্ত সম্বন্ধে কোতোয়ালিতে যা কাগজপত্র আছে—খুঁজে বা'র করে পড়ছিলুম। আপনাকে বলেছি তো,—রাণা স্বয়ং আমাকে এই হত্যার তদন্তের ভার দিয়েছেন। হত্যাসম্বন্ধীয় সেই সমস্ত কাগজ পড়তে পড়তে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম যে, রাত্রির অন্ধকার যতক্ষণ দৃষ্টি আচ্ছন্ন না ক'ল্লে,—ততক্ষণ আমি সমস্ত ভুলে গিয়েছিলুম। আমার অন্য কোন কথা মনেই ছিলনা। সেই জন্যে আমার আসতে এত বিলম্ব হয়ে গেল ! আমায় তার জন্যে মার্জ্জনা কর্ব্বেন রাওজি !

কেতন। ওঃ—(হস্তচ্যুত হইয়া মোহরের থলী ভূতলে পতন)

অজিৎ। একি ? আবার কি আপনি অসুস্থ বোধ কচ্ছেন ?

কেতন। না,— কেন ? তোমার কথা শুনে অসুস্থ বোধ কর্ব্ব ? কেন ? কিসের জন্য ? হ্যাঁ—তারপর ? কি বল্‌ছিলে ? কোতোয়ালীতে হত্যার বিবরণ সব পাঠ কল্লে ? তারপর ?

অজিৎ। বিশেষ এমন কিছু সুবিধাজনক পাওয়া গেলনা ! বরং—কাল রাত্রে নাথজীর মন্দিরে দিনকর ঠাকুর্দ্দার কাছে যে সকল সংবাদ পেয়েছিলাম,—সেই সূত্র ধরে কায কল্লে—হয়তো একদিন হত্যাকারীর সন্ধান হলেও হতে পারে ! আশ্চর্য্য রাওজি ! নাথদ্বারে এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল,—আর আজও পর্য্যন্ত কেউ হত্যাকারীদের সন্ধান কর্ত্তে পাল্লেনা ?

কেতন। আশ্চর্য্য বই কি ! খুবই আশ্চর্য্য !

অজিৎ। এই সব পড়ে আমার ধারণা হয়েছে—হত্যাকারী নিঃসন্দেহ খুব চতুর ব্যক্তি!

কেতন। তা বইকি! মূর্খ—নির্ব্বোধ তাকে বলাই যায়না!

অজিৎ। মূর্খ—নির্ব্বোধ? সে ব্যক্তি যদি কোতোয়ালীতে কাজ কর্ত্ত,—তা হ'লে রাজ্যের অনেক উপকার হ'ত!

কেতন। হ'ত নাকি?

অজিৎ। নিশ্চয়ই। যে এমন একটা হত্যাকার্য্য করে—এতদিন পর্য্যন্ত অলক্ষ্যে গ্রেপ্তার না হয়ে থাক্‌তে পারে,—সে কি এক্‌টা সামান্য লোক? তার কার্য্যদক্ষতা—তার বুদ্ধি—তার চাতুরী যথার্থই প্রশংসনীয়!

কেতন। তা হতে পারে—তা কিছু মিছে বলনি! কিন্তু—এ হত্যার সন্ধান করে হত্যাকারীকে বার করাও বড় দুরূহ ব্যাপার! ফুলচাঁদ জহুরীর দেহটা পর্য্যন্ত লুপ্ত! তা জান?

অজিৎ। দেখুন রাওজি! অনেক ভেবে চিন্তে—সে সম্বন্ধে আমি এক্‌টা স্থির করেছি! ফুলচাঁদের দেহটা কি হল,—আমি কতকটা অনুমান করে সিদ্ধান্ত করেছি!

কেতন। কি হল—কি হল—বল দেখি—বল দেখি!

অজিৎ। আমার মনে হয় রাওজি,—ঐ যে পাহাড়ের গায়ে এক একটা চুণের ভাঁটী আছে, যাতে পাথর পুড়িয়ে চূণ করা হয়,—হত্যাকারী নিশ্চয়ই ওরই একটার মধ্যে ফুলচাঁদের দেহটা ফেলে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে—

কেতন। এ্যাঁ—কি বল্লে? তাই নাকি? তাই নাকি? তা—তা—

তা—অসম্ভব—অসম্ভব! না—না—তা—কি জানি,—বল্‌তে পারি না! কি করে বোল্‌বো?

অজিৎ। বলেছি তো—আমার এটা অনুমান মাত্র।

কেতন। না—না—এ কার্য্য আর তোমার করা উচিত নয়! তুমি আমার জামাতা হবে,—হবে কেন—হয়েছ! তুমি একার্য্য—এ হীন কোটালের কার্য্য কেন কর্ব্বে? অর্থের তোমার কোন অভাব হবে না! তুমি রাজার হালে বাস কর্ব্বে, তোমার সুখের অবধি থাকবেনা! আমি রাণাকে অনুরোধ করে—তোমাকে সর্দ্দারের পদমর্য্যাদা দেওয়াব! তুমি এ কার্য্য আর কোরোনা! আমার অনুরোধ—তুমি কোতোয়ালিতে আর পদার্পণ কোরোনা!

অজিৎ। আপনার যেরূপ অভিরুচি!

(পূর্ণা ও গৌরীর পুনঃ প্রবেশ)

পূর্ণা। বাবা! আমরা মন্দির থেকে এসেছি! একি? আবার কি তোমার অসুখ হ'ল?

কেতন। না।

গৌরী। আবার কি ভাবছ? কি হয়েছে অজিৎ?

অজিৎ। কিছুই তো হয়নি মা!

কেতন। কই—পুরোহিত এলেন না?

গৌরী। সকলেই এসেছেন। বলতো—সকলকে এখানে ডাকি।

কেতন। সকলে এসেছেন? কে কে এসেছেন?

পূর্ণা। ভাট্‌জি,—ঠাকুর্দ্দা, পুরুতমশাই,—এঁদের তো তুমিই আস্‌তে বলেছ বাবা!

কেতন। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলেছি বটে—বলেছি বটে! কই—গৌরী—সকলকে ডাকোনা!

(দিনকর, ভাট্‌জি, পুরোহিত, কুলবালাগণ, কুমারীগণ, সম্ভ্রান্ত রাজপুতগণের প্রবেশ)

দিন। ডাক্‌তে হবে কেন বাবাজি? নাত্নীর বিবাহে আমরা সবাই আট্‌কৌড়ের কুলো বাজাতে দল বেঁধে এসেছি!

কেতন। আমার সৌভাগ্য!

দিন। সৌভাগ্য তোমার না হোক্—সৌভাগ্য ঐ চোর-ধরা মনোচোর-চূড়ামণি অজিৎ ভায়ার বটে! কি রে শালা,—বড় যে সেদিন ঘাড়মুখ বেঁকিয়ে বলে গিয়েছিলি—"সাদি হাম্ কভি নেহি করেঙ্গা!" এখন কেয়া হোয়েঙ্গা? আজকে সাদি তাহ'লে তোর বদলে আমিই করে লেঙ্গা?

অজিৎ। বেশ তো ঠাকুর্দ্দা!—পূর্ণার কি এমন সৌভাগ্য হবে যে—আপনার গলায় মালা দেবে?

মধু। ও কথা বোলোনা দাদা! ক্ষণে অক্ষণে কথা ফলে যেতে পারে! তার ওপোর দিনকর ঠাকুর বুড়ো বটে—কিন্তু আইবুড়োও তো বটে!

রাজপুতগণ। তা বটে—একেবারে আইবুড়ো কার্ত্তিক।

কেতন। একি গৌরী—তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

গৌরী। আনন্দে! আনন্দে আমি চখের জল ধরে রাখ্‌তে পাচ্ছিনা!

এতদিন পরে—সত্যই আমার প্রাণসমা পূর্ণা যোগ্যপাত্রে পোড়লো !

দিন। পড়তেই হবে—পড়তেই হবে ! নাথজীর মন্দিরে যে যে-কামনা করে—সে কামনা কি তার বিফলে যায় ?

মধু। যে রকম দুজনে নাথজীর গলায় বনফুলের মালা নিত্য নিত্য গেঁথে চড়িয়েছেন—

অজিৎ। ভাট্‌জির কি মিথ্যা কথা না কইলে দিন চলেনা ?

মধু। মিথ্যাকথা যে কয়—সে শালা ! সে তোরই শালা !

দিন। বলি ভায়া—বনফুলের মালা নাথজীর গলায় না দিয়ে থাক,—মনে মনে গেঁথে—মনফুলের মালা কি পরস্পরের গলায় চড়াওনি বল্‌তে চাও ?

রাজপুতগণ। বেড়ে কথা বলেছে—বেড়ে কথা বলেছে ! বনফুলের না হোক্—মনফুলের মালা—মনে মনে ! হাঁ—হাঁ—বেড়ে বলেছে !

পুরো। সামন্ত মশাই ! আর অনর্থক বিলম্ব কর্ব্বেন না ! গান্ধর্ব্ব বিবাহে আড়ম্বর তো কিছুই নাই ! আপনি অনুমতি করুন—বরবধূ মাল্য-বিনিময় করুক্।

দিন। আরে রেখে দাও গুরুঠাকুর তোমার শাস্ত্রের বিধান ! এ যে রকম তক্ষকশ্রেণীর বরবধূ—এদের গান্ধর্ব্ববিবাহ কোন্ যুগে সমাধা হয়ে গেছে ! আগে বাবাজীকে এখানে কন্যাসম্প্রদান কর্ত্তে দাও, তারপর এঁরা লোক-দেখানো একবার মালাবদল কর্ব্বেন এখন ! এস বাবাজি রাওজি ! ভাল মানুষের ছেলের মতন মেয়েটীকে

নিয়ে সবার সাম্‌নে অজিৎসিংহের হাতে সমর্পণ করে—ওর হাতের জলশুদ্ধি করে দাও!

কেতন। (পূর্ণার হস্তধারণপূর্ব্বক) ভাই—বন্ধু—আত্মীয়—স্বজন! ব্রাহ্মণ—গুরু—পূজ্য—প্রতিবেশী—প্রতিবেশিনীগণ! আজ তোমাদের সবার সম্মুখে—সকলকার অনুমতি নিয়ে আমি আমার একমাত্র কন্যা—আমার হৃদয়ের ধন—আমার দুহিতারত্ন পূর্ণাকে—এই রাজপুত যুবক অজিৎসিংহের হস্তে সমর্পণ কল্লুম!

(অজিতের হস্তে পূর্ণাকে সমর্পণ)

(সকলের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি)

কেতন। হা—হা—হা—হা! হোক্—হোক্ শঙ্খধ্বনি—আর ভয় কি? আর ভাবনা কি? বাজাও শঙ্খ—বাজাও ঘণ্টা,—হোক্ জহুরীবর্ষা—আর কেতনলাল ভয় কর্ব্বেনা! এইবার নিশ্চিন্ত! বাজাও—বাজাও—জোরে শঙ্খধ্বনি কর—হা—হা—হা—হা!

দিন। উলু দাও—উলু দাও! শাঁখ বাজাও—ঘণ্টা বাজাও—বড় লোকের হুকুম—সামন্ত সাহেবের হুকুম! কি আনন্দ—কি আনন্দ! (পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি)

কেতন। জোরে—জোরে—খুব জোরে! বাজাও শঙ্খ,—বাজাও—বাজাও—আমি লুকিয়ে থাকি—লুকিয়ে থাকি—উঃ—উঃ—শঙ্খধ্বনি এত কর্কশ—এত কর্কশ? গৃহিণী—গৃহিণী—গৌরী—চলে এস—পালিয়ে যাই—পালিয়ে যাই!

[গৌরীকে টানিয়া লইয়া বেগে কেতনলালের প্রস্থান।

সকলে। কি ব্যাপার কি ?

অজিৎ। কিছুই তো বুঝ্‌তে পাল্লুম না !

পূর্ণা। বাবার কি আবার অসুখ হ'ল ?

দিন। আরে—দূর—হাবা মেয়ে কোথাকার! অসুখ দেখ্‌লি কোনখানটায় ? সুখের সাতসমুদ্দুর তেরো নদীতে বান ডেকেছে ! বাওয়াজি আমার তাইতে বান্‌চাল হয়ে ভেসে গেল ! মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমোদে ধেই—ধেই করে নেচে উঠ্‌ল।

মধু। মনে পড়েছে—নিজের ছেলেবেলার বিয়ের দিনে জোড়া জোড়া শাঁখের বাজনার কথা মনে পড়েছে ! তাই বৌয়ের হাত ধরে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। তা যাকৃগে বাওয়াজি—যেখানে খুসি ! এসো আমরা বরকনেকে নিয়ে আমোদ করি।

সকলে। সেই ভাল—সেই ভাল—নাচগান হোক্‌ !

(পরিচারিকাগণের প্রবেশ ও সকলকে মদ্য বিতরণ)

সখীগণের গীত

আজি এ মধুর সাঁঝে।
পাগল হাওয়া আগল ভেঙ্গে
পশিল পরাণমাঝে ॥
ফাগুয়ার ঐ পরশ পেয়ে,
প্রাণের কোকিল উঠ্‌ল গেয়ে,
হৃদয়বীণার সুরের তারে
মিলনসুর বাজে ॥

দিনকর। কেয়া ফূর্ত্তি—কেয়া ফূর্ত্তি! অজিৎ-পূর্ণার বিয়েটা তবে নিতান্তই হ'ল! যা' হবার নয়—সবাই বোল্‌তো,—নাথজীর কৃপায় তাও হ'ল!

সকলে। যা হোলোনা—কেবল তোমার!

দিন। হবেনা কেন? এই সব মেয়েগুলো মনে কল্লেই এক্ষুনি হয়!

কুমারীগণ। আমরা তো মনে করেই আছি! তোমার কাকে মনে ধরে বল।

দিন। আমার যে সবাইকে মনে ধরছে! আমি কা'কে রেখে কাকে বাদ দিই?

দ্বৈত গীত

দিন। এই—বর সেজে দাঁড়ালুম তোদের মাঝখানে।
তোরা,—পালা ক'রে—মালা দে ভাই,—
রাখিস্‌নে খেদ পরাণে॥

কুমারী। হা—হা,—হা—হা,—হা—হা,—হা—
ওকি ব'ল্‌ছ ঠাকুরদা'?
তোমার,—দাঁতের পাটীই লোপাট্ বেবাক্,—
আর,—চুলগুলো সব সাদা;—
বলি,—কর্ব্বে কি ভাই নিয়ে কনের গাদা?

দিন। ওলো,—চুলোয় যাক্‌গে দাঁত,
আমার, ঠিক্ আছে ভাই আঁত্!

জানিস্‌নে কি পচা আদার ঝাল্‌টা জিয়াদা !
(ও ভাই) তোদের বোঝা বইতে সোজা,—
এমন,—পাবিনে আর গাধা !

কুমারী। এ বুড়ো বয়েসে কিসে উঠ্‌লে এত মেতে ?

দিন। তোদের যে কেউ মুখ চায়না—এমন মধুর রেতে !
(তাই) রাগে, অনুরাগে আমার
মন্‌টা গেছে তেতে !

কুমারীগণ। (তবে) ঠুম্‌কি ঠুম্‌কি নেচে নাগর—
চল,—বাসর করি শ্মশানে ॥

(কেতনলাল ও গৌরীর পুনঃ প্রবেশ)

কেতন। গান নাচ বন্ধ হল কেন ? নাচ গান আমোদ কর ? খুড়ো কোথায় ? দিনকর !

দিন। ঠিক আছি বাবাজি—আমি ও প্রেমরসে যদিও বঞ্চিত, কিন্তু স্ফূর্ত্তির রসে মজ্‌গুল্‌ হয়ে আছি !

কেতন। গান—গান—নাচ—গান—আবার হোক্‌ ! আমার মেয়ে জামাইকে নিয়ে আমোদ কচ্ছি,—বাধা দিচ্ছ কেন ?

গৌরী। হ্যাঁগা—আর কেন ? রাত্রি তিন প্রহর হয়ে গেল যে ! সমস্ত রাত্রি এই ভয়ঙ্কর হৈ-হৈ কাণ্ড করেও কি আশা মিট্‌লো না !

কেতন। এ্যাঁ—কি বল্‌ছ ? আমোদ ক'র্ব্বনা ? কি বল্‌ছ ?

গৌরী। বল্‌ছি—এইবার শেষরাত্রে মেয়েজামাইকে একটু বিশ্রাম কর্ত্তে দাও! চেয়ে দেখ—সকলেই ঘুমে অবসন্ন হয়ে পড়েছে! আর পরিশ্রম কর্ত্তে পার্ব্বে কেন? আর, তোমারও অসুস্থ দেহ,—তার ওপোর এই সমস্ত রাত্রি সুরাপান করে যে রকম নিজের দেহের ওপোর অত্যাচার কল্লে,—এখন একটু বিশ্রাম কর্ব্বেনা?

কেতন। তোমার বিশ্রামের দরকার হয়ে থাকে—তুমি এখুনি অন্য ঘরে চলে যেতে পার! আমার মেয়ে-জামাই আলবৎ আমার কাছে থাক্‌বে? থাক্‌বে না? কেন? ওরা ব'ল্‌ছে থাক্‌বে না? মা পূর্ণা—আমার কাছে একটু বস্‌বিনা? আমি তোদের দুজনকে আমোদ কর্ত্তে দেখ্‌ব না? আমি যে তোকে একদণ্ড আর ছেড়ে থাক্‌তে পাচ্ছিনা!

পূর্ণা। বাবা! আপনি যতক্ষণ বল্‌বেন—আমি ততক্ষণ আপনার কাছে বসে থাক্‌বো!

কেতন। শুন্‌লে গৃহিণী—মেয়ের আমার কথাগুলো শুন্‌লে? আমার কত আদরের মেয়ে—আমার বুকজুড়োনো মেয়ে—আমাকে কত ভক্তি করে—কত ভালবাসে—কত আদর করে!—ও কি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে? আর অজিৎ সিং! ও তো আমার ছেলে! এখন থেকে আমিই যে ওর বাপ্‌! আমি যা বল্‌ব—ও নিশ্চয়ই তাই শুন্‌বে? শুন্‌বে না? শুন্‌বে না? অজিৎ—অজিৎ—বল—বল!

অজিৎ। আপনি যা বল্‌বেন আমি তাই শুন্‌বো রাওজি! কি কর্ত্তে হবে—আদেশ করুন!

কেতন। আমি তোমাদের নিয়ে আমোদ কর্ব্ব—আমোদ কর্ব্ব! আমার

আজ যে কি আমোদ হ'চ্ছে—তা ঠিক বোঝাতে পাচ্ছিনা! দিনকর! সবাইকে বল—আমোদ কর্ত্তে—আমোদ কর্ত্তে! সকলে নিঝুম হয়ে রইল কেন?

দিন। গলা শুকিয়ে সবাকার বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে!

কেতন। সরবৎ দাও—সুরা দাও—মানোয়ার পিয়ালা নিয়ে এস—সকলে তাজা হয়ে উঠ্‌বে এখন!

গৌরী। থাক্—খুড়ো ঠাকুর—দোহাই তোমার—আর সুরাপান করিও না! ছি—ছি—রাজপুতের বিবাহে একি একটা জঘন্য কুৎসিত আচার? খুড়ো ঠাকুর! আমার অনুরোধ—যথেষ্ট হয়েছে—আর নয়!

দিন। কোন চিন্তা নেই মাঠাক্‌রুণ—পুরুষগুলো সব একেবারে "টইটুম্বু" হয়ে চাদ্দিকে—এখানে ওখানে কুম্‌ড়ো গড়াচ্ছেন,—আর জলীয় পদার্থ এক ফোঁটাও গলাধঃকরণ কর্ব্বার শক্তি নেই! তবে—স্ত্রীলোকগুলো সেয়ানা,—সবাই ফোঁটা কেটে বসে আছে! তবে সে এক একটা কুষ্মাণ্ডের মত ফোঁটা,—অন্য দেশের মেয়েরা হলে ঐতেই অতলজলে ডুবে যেতো!

১ম-স্ত্রী। কি ঠাকুর্দ্দা! আমাদের বদ্‌নামী ক'চ্ছ? আমরা কি মাতাল হয়েছি নাকি?

দিন। সীতারাম—সীতারাম! মদ খেলে মাতাল হয়—এ কথা কোন্ শালা বলে? তবে ওখানে "চাতালটা" একটু ঠাণ্ডা দেখে—বসে আকাশ পাতালের নক্ষত্র আর উইচিংড়ীর গতিবিধি লক্ষ্য ক'চ্ছ—তা কি আর জানিনা? বাবা! তোমাদের এই নাথদ্বার গ্রামে সুরাপান

করেন না—তিনটী প্রাণী আমার জানত'! একটী বিলাসরামের একশ' পাঁচ বছরের বৃদ্ধা মাঠাকৃরুণ, হরদয়াল চৌবের আঁতুড়ের ছয় দিনের শিশুপুত্র,—আর শ্মশানের মড়া ডুটো এক্‌টা!

কেতন। দিনকর! বাজে কথা কওতো অন্য ঘরে যাও! আমি গান শুন্‌তে চাই—নাচ্ দেখ্‌তে চাই!

দিন। শুন্‌লে তো দিদিমণিরা? বাসরঘরটা মিইয়ে গেছে,—একটু তাতিয়ে দাও! নইলে তো নিস্তার নেই আজকের বাকী রাতটুকু!

সখীগণের নৃত্যগীত

* * * *

পিয়া মৃদু হাসে, পিয়া কাছে আসে,
বলে ভালবাসে, বাঁধে বাহু পাশে।
পিয়া আঁখিকোণে, পিয়া মন টানে,
কত মধু-গানে, প্রেম পরকাশে॥
পিয়া খেলাছলে, পিয়া প্রাণ হ'রে,
রাখি মোহঘোরে দূরে গেল স'রে।
পিয়া শঠ জেনে,—মন বাঁধি মনে,
পুনঃ দরশনে—পড়ি প্রেম-ফাঁসে॥

(জগমল ভৃত্যের প্রবেশ)

দিন। আয়—আয়—তুই ব্যাটাও বাকী থাকিস্ কেন? এক পক্কর নেচে কুঁদে ঐখেনে মুখ গুঁজড়ে পড়্! আয়—আয়—সুরা খাবি?

জগ। আজ্ঞে—আমি চাকর! ও কাজ কি আপনাদের সাম্‌নে—মাঠাক্‌রুণদের সাম্‌নে পারি? আজ্ঞে—কোতোয়ালীর পাহারোলা প্রভু বল্‌ছেন—

অজিৎ। কি বল্‌ছেন?

জগ। বেশী কিছু তো বল্‌তে পারেন না! তিনি হ'চ্ছেন—আমার মেসোমশায়ের স্ত্রীর বোন্‌পো—

দিন। তোমার গুষ্টির পিণ্ডি! কোতোয়ালীর লোক কি চায়?

জগ। আজ্ঞে—রাত্রি প্রায় চার প্রহর হ'ল কিনা—তাই তিনি সবাইকে—এই মাঠাক্‌রুণ—দিদি ঠাক্‌রুণ—বাবা মা—সবাইকে কোতোয়ালিতে নিয়ে যেতে চান!

দিন। ওরে বাবা? সে কি? কেন?

জগ। আজ্ঞে—বলছেন,—রাত্রি চার প্রহর হল কিনা,—তা এত রাত্রি পর্য্যন্ত হল্লা কর্ব্বার আইন নেই তো! তা তিনি বলেন,—সামন্ত রাওজির বাড়ী—আবার কোটালজির বিয়ে,—আমোদ বন্ধ তো হতেই পারেনা! আমোদ কর্ত্তে কর্ত্তে একবার কেবল সকলে দলবল মিলে কোতোয়ালীতে হাজীর হলেই আইন্ অমর্য্যাদার সব দোষ কেটে যাবে!

অজিৎ। তুমি প্রহরীকে অপেক্ষা কর্ত্তে বল—আমি এখুনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কচ্ছি!

জগ। আজ্ঞে—ও কথাটা আপনি নিজে গিয়ে বল্লেই ভাল হয় জামাইজি! এর পরে না হয় সাক্ষাৎ কর্ব্বেন! আমি যদি এখান থেকে একা ফিরে যাই,—আমার দাদামশায়ের মেয়ের বড় বোন্‌পোটী শুধু হাতে তো ফিরতে পার্ব্বেনা,—আপনাদের বদলে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে আশার অর্দ্ধেক ফল করে নেবে।

অজিৎ। চল—আমি যাচ্ছি! পূর্ণা! তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বল—মিবারের আইনে—রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর আমোদপ্রমোদে যদি স্বয়ং রাণা যোগদান করেন,—তাহলে তিনিও দণ্ডের যোগ্য! চল—ভৃত্য!

[জগমল ও অজিৎসিংহের প্রস্থান।

পূর্ণা। বাবা! তোমার পায়ে ধরি—আমার একটী অনুরোধ রাখ,—আজকের রাত্রের মত একটী কথা আমার শোনো!

কেতন। বল্‌তে হবেনা মা! আমি বুঝেছি! যাও—তোমরা বিশ্রাম করগে যাও! গৃহিণী! কন্যাজামাতাকে আমার ত্রিতলের বায়ুকক্ষে শয়ন করাওগে! আমি এইখানে একা বিশ্রাম কর্ব্ব! একটু নিদ্রার আরাধনা কর্ব্ব!

গৌরী। সেই ভাল! তুমি ঘরের দ্বাররুদ্ধ করে দাও! খুড়ো ঠাকুর! এ ঘর থেকে আপনারা সকলকে বার করে নিয়ে চলে আসুন। রাওজি শেষরাত্রে একটু না ঘুমোলে—কালকের মত অসুস্থ

হতে পারেন। (কুমারীগণের প্রতি) এস মা—তোমরাও বিশ্রাম কর্ব্বে!

[কুলবালাগণ, কুমারীগণ, পূর্ণা ও গৌরীর প্রস্থান।

দিন। বাপধন! একবার সব গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুড়সুড় করে বাপের সুপুত্র হয়ে অন্য ঘরে যাবে কি?

১ম-রাজ। ও কথা বোলোনা ঠাকুর্দ্দা! শুলে আমরা উঠ্‌তে পারিনা!

দিন। মাইরি? তাই নাকি? আচ্ছা—দেখি। বৈদ্যরাজের সমুদ্র-মন্থন নস্যটার ঠ্যালা সাম্‌লে শোও দিকি যাদুরা!

(নস্যপাত্র হইতে নস্য লইয়া সকলের নাসিকায় প্রদান)

সকলে। আরে মুখের ভেতোর—নাকের ভেতর—কি ধুলোপড়া দিলে রে!

(সকলের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকট হাঁচি)

দিন। ওঠ্—ওঠ্—চল্ এ ঘর থেকে—নইলে গায়ে জল বিছুটী দোবো—

সকলে। দোহাই—দোহাই—ঠাকুদ্দা,—দেদার জল ঢালো বাবা—বিছুটী ছেড়োনা—বিছে ছেড়োনা! কুট্‌কুটিয়ে মোর্ব্বো!

[দিনকর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দিন। বাবাজি! তাহ'লে—আমিও একটু বিশ্রাম কর্ত্তে যাই! তুমি এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

কেতন। খুড়ো! তোমাদের পাঁচজনের কৃপায় আজ সত্যসত্যই বড় আনন্দ হোলো! নিমন্ত্রিত সকলের আহারাদি হয়েছিল তো?

দিন। আহারের কথা আর বোলোনা বাবাজি! কোনও ভদ্রলোক যেন মেবারের লোকজন কিম্বা মাগীমদ্দ:দের নেমন্তন্ন না করে! বাপ্! পুরুষগুলোর যেমন পাহাড়ের মতন বিকট আকার,—এক এক ব্যাটার আহারও কি সেই রকম উৎকট প্রকার? পুরীগুলো এমন ভূরি ভূরি ভোজন কর্ত্তে সুরু কল্লে, যেন ঝড়ের মুখে শালপাতা উড়ে উড়ে অদৃশ্য হতে লাগ্‌লো! সরের লাড্ডু ঝাড্ডু দিয়ে দেখ্‌তে দেখতে "সেরে সেরে" সাফ্! রাব্‌ড়ী—বড় বড় হাঁড়াশুদ্ধ্ চিবিয়ে খেতে আরম্ভ কল্লে! আর ঐ মাগীগুলো,—ওগুলো তো রাহু বল্লেই চলে! মুখের হাঁ—বাইরে থেকে দেখ্‌তে এই ছোট্টটুকু,—গরস তুল্‌তে লাগ্‌লো যেন এক একটা মৈনাক পর্ব্বত!

কেতন। ছি—ছি—ওকথা বোলোনা! আমার সৌভাগ্য যে সকলে পরিতৃপ্তির সহিত আমার বাটীতে আহার করেছেন!

দিন। এক রাত্রি আহার করেছেন—তাইতে সৌভাগ্য বলে মনে কোচ্ছো বাবাজি! দুচার রাত্রি মাঠাক্‌রুণরা এই রকম করে পরিতৃপ্তির সহিত যদি আহার করে যান—তাহলে ভাগ্যটাতে তখন অন্য উপসর্গ দিতে হবে!

কেতন। খুড়ো! অনেক কষ্ট করেছ—এইবার আমাকে আর একবার পিয়ালাটা দাও—আমি আজ রাত্রির মত পান করে নিদ্রার উদ্যোগ করি।

দিন। দিতে আমার কোনও কষ্ট নেই—কিন্তু তোমার আর পান কর্ব্বার মত অবস্থা আছে কি? কালকের রাত্রের দুর্ঘটনার কথা মনে আছে তো?

কেতন। আর সে ভয় নেই! এখন আমি নিশ্চিন্ত!

(কেতনলালের সুরাপান)

থাক্—ভাণ্ডটা আমার কাছে রেখে—তুমি এবার বিশ্রাম করগে! কাল প্রত্যূষে বরকনে নিয়ে নাথজী দর্শন কর্ত্তে যাব!

দিন। আমার কি আর শেষরাত্রে ঘুম হবে? যাই—তবু একটু হাত পা ছেড়ে দাঁত ছরকুটে পড়ে থাকিগে!

[দিনকরের প্রস্থান।

কেতন। যাক্—নিশ্চিন্ত! কক্ষে কেউ নেই—দ্বার অর্গলবদ্ধ করি! (তথাকরণ) আজ যথার্থই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পার্ব্ব! খুব ঘুমোবো! আর ভয় কিসের—ভয় কা'কে? অজিৎসিংকে বেঁধে ফেলেছি—আর সে পালাবে কোথায়? এখন আর সে শত্রু নয়,—সে আমার পরম মিত্র—আমার জামাতা—আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী! আমার কোন অনিষ্ট কি আর সে কর্ত্তে পারে? এখন যদি কোন বিপদ আমার ঘটে, কি জানি কোথা দিয়ে কোন্ সূত্র ধরে, হঠাৎ যদি আমি কোন বিপদে পড়ি, সে বিপদে আমার মান প্রাণ—সবই রক্ষা করবে ঐ অজিৎ—আমার জামাতা! এ এক চমৎকার কৌশল! চমৎকার কৌশল! কৌশল না করলে কি দুনিয়ায় কোন কার্য্য চলে! দুনিয়াটা চল্‌ছেই তো কৌশলে! এ বড় জবর কৌশল—খুব মজার কৌশল! (পুনরায় সুরাপান) হা—হা—হা—হা! আজ আমার কি আমোদ! কত আমোদ—কে বুঝবে? বোঝাবই বা কাকে? কেতনলাল! যথার্থই তুমি ভাগ্যবান! আজ প্রাণ খুলে

আমোদ কর, সুরাপান কর, নিদ্রার আরাধনা কর, স্বপ্ন দেখ, স্বপ্নে যা খুসী তাই বল, কেউ শুন্‌তে পাবেনা! আজ থেকে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই! আর শঙ্খধ্বনি নাই! সব নীরব—নিথর—নিস্পন্দ! কেতনলাল! তোমার জয়-জয়কার! (পুনঃ সুরাপান)

[একপার্শ্বে শয্যায় কেতনলালের শয়ন। কিছুক্ষণ পরে কক্ষ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হইল।]

ক্রোড়াঙ্ক

[নিদ্রিতাবস্থায় কেতনলাল উঠিয়া দাঁড়াইল]

কেতন। (স্বপ্নদর্শন) একি? আমি কোথায়? বিচারালয়ে? আমি জান্‌তে চাই—আমাকে এখানে কেন আনা হ'ল? এ্যাঁ—এ্যা—কি? আমি ফুলচাঁদ জহুরীকে দোলপূর্ণিমার রাত্রে নাথজীর মন্দির হতে অদূরে প্রান্তরপথে হত্যা করেছি? তার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করেছি? ধর্ম্মাবতার! মিথ্যা কথা! আমি নির্দ্দোষী—নিরীহ সরল ব্যক্তি! কি বল্লে? আমি শঙ্খধ্বনি শুনে কেঁপে উঠি কেন? কে বল্লে? মিথ্যা কথা! ওঃ—ওঃ—সেদিন দোলপূর্ণিমার রাত্রে আমি আরতির শঙ্খধ্বনি বন্ধ কর্ত্তে বলেছিলুম? ধর্ম্মাবতার! আমি সেদিন অপরিমিত সুরাপান করেছিলুম! আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল! আমি কি করেছিলুম—কি বলেছিলুম,—আমার কিছুই মনে নাই। আমি যখন তখন শঙ্খধ্বনি শুনি কেন? আমি কল্পনায় শঙ্খধ্বনি শুনতে পাই? না—মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। আমি স্বীকার করিনা—ঐ-ঐ-ঐ—না-না—ও কিছু নয়! উঃ—আমার সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে যাচ্ছে,—আর আমি পার্‌ব না,—আর আমি পার্‌ব না। না—না—থামাও—থামাও ঐ শঙ্খধ্বনি! উঃ—গেল—গেল—প্রাণ—প্রাণ—গেল! থামাও—থামাও! উঃ—

আর পাচ্ছিনা ! আর পাচ্ছিনা। উঃ পায়ে পড়ি—থামাও—আমি বলছি—আমি স্বীকার কচ্ছি—আমার অপরাধের ইতিহাস আমি বিবৃত কচ্ছি ! কিন্তু ঐ শঙ্খধ্বনি থামাও—ঐ শঙ্খধ্বনি থামাও। আঃ বাঁচলাম ! বলছি—বলছি ! পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দোলপূর্ণিমার রাত্রে নাথজীর মন্দিরে দারুণ দুর্য্যোগ—ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত ! মন্দিরে একটা ঘরের ভিতর ফুলচাঁদ জহুরি,—আর ঘরের অনতিদূরে আমি—কেতনলাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর—ফুলচাঁদ বার বার তার মোহরের থলি থেকে মোহর বের করে গুণছেন—আর আমি কেমন করে দারুণ ঋণ থেকে পরিত্রাণ পাই,—কোন রকমে কি একটা সামান্য দোকান করে দিন গুজরাণ কর্ত্তে পারিনা ? এই রকম কত কি ভাবছি, ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হোয়ে গেল ! মনে হল, কোন রকমে কি ঐ মোহরগুলো—ঐ হীরে জহরৎ ধনরত্ন পাওয়া যায় না ? কোন রকমে চুরি করবো মনে মনে স্থির কল্লুম ! কিন্তু এতো লোক মন্দিরে ! ধরা পড়ে যাবো যে ! এমন সময় ফুলচাঁদ নিঃশব্দে দরজা খুলে আস্তে আস্তে যেন চোরের মত মন্দিরের বাইরে চলে গেল ! আমি আর স্থির থাকতে পাল্লেম না,—তাড়াতাড়ি আমার বর্ষাটা তুলে নিয়ে তার পেছনে পেছনে ছুটে চল্লুম ! ফুলচাঁদ মন্দিরের বাইরে চলে গেল,—আমিও বেরিয়ে এলুম ! সে তার ঘোড়া খুলে উঠতে যাবে,—এমন সময় পেছন ফিরে একবার চেয়ে দেখলে ! পূর্ণিমার চাঁদ ঘন মেঘে ঢাকা,—চারিদিকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারা, কাছের মানুষ ভাল কোরে দেখা যায়না,—তবু ফুলচাঁদ আমাকে দেখতে পেলে ! আমি তাড়াতাড়ি বর্ষাটা ফেলে দিয়ে থমকে দাঁড়ালেম। ফুলচাঁদ আমাকে

জিজ্ঞাসা করলে, এখান থেকে ভীলবারা কতদূর? বল্লুম—দুঘণ্টার পথ! ফুলচাঁদ ঘোড়ায় চড়ল। ঐ যাচ্ছে,—ঐ যাচ্ছে,—ঘোড়া অন্ধকারে রাস্তা ঠাওর করতে পাচ্ছে না,—উঁচু নীচু পার্ব্বত্যপথ,—আস্তে আস্তে পা ফেলছে,—ভয়ে ভয়ে ফুলচাঁদ মাঝে মাঝে এক একবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে! আস্তে আস্তে পেছনে গিয়ে ঠিক ঐ সেতুটার ওপর,—আর দুকদম গেলেই লক্ষ্যের বাহিরে চলে যায়! কেতনলাল! কি কচ্ছ? গেল,—চলে গেল,—সুবর্ণসুযোগ চলে গেল! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি—অতুল ঐশ্বর্য্য! অন্ধকার—জনমানব নেই—কেউ জানবে না—দেখবে না? কোথা যাও হতভাগ্য অশ্বারোহী? ভীলবারা? না—আরো দূরে! অনেক দূরে,—যেখানে তোমাকে পাঠিয়ে দেব—সেখান থেকে কেউ কখনও ফেরেনি (বর্ষা উদ্যত)। ওকি? ওকি? কিসের ধ্বনি—সমস্ত দেহমন কম্পিত করে ও কিসের শব্দ? মূর্খ কেতনলাল! বুঝছো না,—এ দ্বিপ্রহরের আরতির শব্দ! ভয় কি? তবে—ফুলচাঁদ—ফুলচাঁদ! ব্যস্—বিঁধেছে—বিঁধেছে—বর্ষা বিঁধেছে! ঐ যে পড়ে গেল (আস্তে আস্তে ফুলচাঁদের মৃত দেহের কাছে যাওয়ার অভিনয়) আঃ—আঃ—কি রক্ত—(বর্ষা তুলিবার অভিনয়)—এই যে প্রভুভক্ত অশ্ব—স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে প্রভুর অপমৃত্যু দেখছো! যাও—তুমিও যাও—তুমিও— যাও। ব্যস্—সব শেষ! এইবার—এইবার যা কিছু আছে—হীরে জহরৎ মোহর, সব—সব—যাই—এগুলো লুকিয়ে আসি (লুকাইবার অভিনয়)। তারপর দেহটা কোথায় রাখি,—কোথায় নিয়ে যাই? এই যে—

হোয়েছে—এই যে পাথর পুড়িয়ে চূণ করবার জন্য ঐ চুল্লিগুলো রেখেছে পাহাড়ের গায়ে! এই ভীষণ দুর্য্যোগে যে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়নি,—দাউ দাউ করে জ্বলছে,—ওরি একটার মধ্যে,—চিহ্নমাত্র থাকবে না (শবদেহ বহন করিবার ও চুল্লিতে ফেলিয়া দিবার অভিনয়) ওঃ অসহ্য উত্তাপ (শবদেহ ফেলিয়া দিবার অভিনয়)! ব্যস্—ব্যস্—উঃ—একটু বিশ্রাম করি (বসিয়া পড়িল)। ধর্ম্মাবতার! আমি—আমি—ঋণের দায়ে—দারিদ্র্যের জ্বালায় এই পাপ করেছি! তারপর এই পাঁচ বৎসর দারুণ দুশ্চিন্তার যাতনায় অস্থির হয়েছি! সুখ নেই, শান্তি নেই,—তিলে তিলে—পলে পলে অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে মরেছি! অকালবার্দ্ধক্য এসে গেছে,—মস্তিষ্ক বিকৃত হোয়ে গেছে,—আমাকে মার্জ্জনা করুন! কি? মার্জ্জনা নেই? নরহত্যার মার্জ্জনা নেই? তার দণ্ড কি? ফাঁসি? না, না,—আমার ভয় করে,—আমি মর্ত্তে পার্ব্বনা,—আমাকে ছেড়ে দাও,—আমি ফাঁসি যেতে পার্ব্বনা,—আমাকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—গলায় দড়ি জড়িও না—জড়িও না—উঃ (বিরাট চীৎকার ও মূর্চ্ছা)—

নেপথ্যে সকলে। কি হলো—কি ব্যাপার?

নেপথ্যে দিনকর। আবার কি সে রাত্রের রোগ হল নাকি?

নেপথ্যে গৌরী। রাওজি—

নেপথ্যে পূর্ণা। বাবা!

নেপথ্যে অজিৎ। স্থির হও—দরজা ভেঙ্গে ফেল।

(সকলের ঘরের মধ্যে প্রবেশ)

সকলে। এই যে—এই যে—রাওজি!

পূর্ণা। বাবা—বাবা—

সকলে। রাওজি—রাওজি—

অজিৎ। অস্থির হোয়োনা—চীৎকার কোরোনা,—রাওজি অত্যন্ত অসুস্থ।

দিন। ঐ যে চোখ চাইছেন—চোখ্ চাইছেন—

পূর্ণা। বাবা—বাবা—কথা কও বাবা—আমি পূর্ণা! দেখ বাবা—চেয়ে দেখ—

গৌরী। কি হয়েছে—কেন অমন কচ্ছ? মাটীতে পড়ে কেন? চল—শয্যায় উঠে চল।

কেতন। (গলায় হাত দিয়া) উঃ—দম বন্ধ হয়ে গেল—দড়িটা কেটে দাও—ফাঁসীর দড়িটা এখুনি কেটে দাও—এখুনি কেটে দাও! এই যে—এই যে অজিৎ! অজিৎ! তুমি এসেছ? আমাকে ফাঁসী দেবার জন্য নিয়ে যেতে এসেছ? বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতক! তুই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিস! তুই ত আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিস! ফুলচাঁদকে হত্যা করে—আমি তার দেহ চূণের ভাঁটীর মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেম,—সে তুই ছাড়া আর কে জান্‌তো? তুই বরাবর জান্‌তিস্, আমি ফুলচাঁদের হত্যাকারী,—এখন নিজের কার্য্য সিদ্ধ করে, আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করে এখুনি আমাকে ধরিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হতে চাস্? আমার অতুল সম্পত্তি নিরাপদে ভোগ করতে চাস্? বিশ্বাসঘাতক——না—না—না—না—একি—একি—

এসব কি স্বপ্ন? স্বপ্ন? হ্যাঁ—তাইতো—তাইতো—এই তো আমার নিজের কক্ষ! এই যে গৌরী—পূর্ণা—অ্যাঁ—অ্যাঁ—তবে কি হবে? তবে কি হবে? সমস্ত প্রকাশ হোয়ে গেছে?—অজিৎ,—দিনকর, ক্ষমা—ক্ষমা। গৌরী! ক্ষমা! পূর্ণা! মা আমার! ক্ষমা! কেউ ক্ষমা কর্ব্বেনা? কেউ ক্ষমা কর্ব্বেনা? কেউ ক্ষমা কর্ব্বেনা? নরঘাতক বলে কেউ ক্ষমা কর্ব্বেনা? ঐ ঐ—আবার—আবার শাঁক বাজাচ্ছে! ঐ যে—ঐ যে ফুলচাঁদ—তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে! চোখ ফেরাও—চোখ ফেরাও! ওঃ—ওঃ—আর না—আর না—থামাও শঙ্খধ্বনি—বন্ধ কর শঙ্খধ্বনি—আমি শুনতে চাইনা শঙ্খধ্বনি! আবার—আবার শঙ্খধ্বনি? তবে হোক্—হোক্ শঙ্খধ্বনি! অনন্ত—অনন্তকাল ধরে চলুক **"শঙ্খধ্বনি"**!!!

(বিকট চীৎকার ও মৃত্যু)

যবনিকা

গ্রন্থকার প্রণীত

সেই মর্ম্মস্পর্শী সামাজিক নাটক

"বাঙ্গালী"

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

যাঁহারা অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় গঠন করিয়া—"সখের" অভিনয় করেন,—তাঁহারা যেন এই "**বাঙ্গালী**" নাটকই অভিনয় করেন।

"**বাঙ্গালী**" নাটকখানি আদর্শ বাঙ্গালী "দেশবন্ধুর" নানাভাবের মূর্ত্তিতে সুশোভিত। মূল্য ১৲ টাকা।

সেই যুগান্তকারী সামাজিক নাটক

পেলারামের স্বদেশিতা

যাহা উপর্য্যুপরি চৌদ্দ রাত্রি অভিনয়ের পর—আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট অনুমত্যনুসারে অভিনয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—

তাহা আপনি পড়িয়াছেন কি ?

যদি না পড়িয়া থাকেন—একবার পড়ুন।

মূল্য ১৲ টাকা।

হাস্যরসাশ্রিত দৃশ্যকাব্য—

"কেলোর কীর্ত্তি"

মূল্য ॥৹ আনা মাত্র।

সেই মনোমুগ্ধকারী পৌরাণিক নাটক

অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর

উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত

ফুলশর

মূল্য ৸৹ বারো আনা